COLLEGE
OF
Fort William
18

শ্রী

বিক্রমাদিত্যের

বত্রিশ পুত্তলিকা সিংহাসন সংগ্রহ

বাঙ্গালা ভাষাতে

শ্রী

মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা রচিত

লন্দন মহা নগরে চাপা হইল

১৮১৬

LONDON:
Printed by Cox and Baylis,
Great Queen Street.

দৈব লৌকিকোভয় সামর্থ্য সম্পন্ন শ্রীবিক্রমাদিত্যে নামে এক রাজাধিরাজ হইয়াছিলেন। দেব প্রসাদ লব্ধ দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা যুক্ত রত্নময় এক সিংহাসন তাঁহার বসিবার ছিল। ঐ শ্রীবিক্রমাদিত্যে রাজার স্বর্গারোহণ পরে সেই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত পাত্র কেহ না থাকাতে সিংহাসন মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত হইয়াছিল। কিছু কাল পরে শ্রীভোজরাজার অধিকারের সময়ে ঐ সিংহাসন প্রকাশ হইল। তাহার উপাখ্যানের বিস্তর এই ॥

বাত্রিশ সিংহাসন

দক্ষিণ দেশে ধারা নামে এক পুরী ছিল সেই নগরের নিকটে সম্বন্দকর নামে এক শস্য ক্ষেত্র থাকে তাহার কৃষকের নাম যজ্ঞদত্ত সেই কৃষক শস্য ক্ষেত্রের চতুর্দিগে পরিখা করিয়া শাল তাল তমাল পিয়াল হিন্তাল বকুল আম্র আম্রাতক চম্পক অশোক কিংশুক বক গুবাক নারিকেল নাগকেশর মাধবী মালতী যূথী জাতী সেবতী কদলী তগর কুন্দ মল্লিকা দেবদারু প্রভৃতি নানা জাতীয় বৃক্ষ রোপণ করিয়া এক উদ্যান করিয়া আপনি সেই উদ্যানের মধ্যে থাকেন। সেই উপবনের নিকট নিবিড় ভয়ানক বন ছিল সে বনহইতে হস্তী ব্যাঘ্র মহিষ গাণ্ডার বানর বনশূকর শসক ভালুক হরিণ আদি অনেক পশু জন্তু আসিয়া শস্য নষ্ট প্রত্যহ করে। এজন্য যজ্ঞ দত্ত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া শস্য রক্ষার কারণ ক্ষেত্রের মধ্যে এক মঞ্চ করিয়া আপনি তথাতে থাকিল মঞ্চের উপরে যতক্ষণ বসিয়া থাকে ততক্ষণ রাজাধিরাজের যে মত প্রতাপ ও শাসন ও মন্ত্রণা সেই মত প্রতাপ ও

শাসন ও মন্ত্রণা কৃষক করে যখন মঞ্চ হইতে নামে তখন জড়ের প্রায় থাকে। ইহা দেখিয়া কৃষকের পরিজন লোকেরা বড় বিস্মিত হইয়া পরস্পর কহে এ কি আশ্চর্য্য এই বৃত্তান্ত লোক পরম্পরাতে ধারাপুরীর রাজা ভোজ শুনিলেন। অনন্তর রাজা কৌতুকাবিষ্ট হইয়া মন্ত্রি সামন্ত সৈন্য সেনাপতির সহিত মঞ্চের নিকটে গিয়া কৃষকের ব্যবহার প্রত্যক্ষ দেখিয়া আপনার অত্যন্ত বিশ্বাস পাত্র এক মন্ত্রিকে মঞ্চের উপরে বসাইলেন। সেই মন্ত্রি যাবত মঞ্চের উপরে থাকে তাবত রাজাধিরাজ প্রায় প্রতাপ ও শাসন ও মন্ত্রণা করে। ইহা দেখিয়া রাজা চমৎকৃত হইয়া বিচার করিলেন যে এ শক্তি মঞ্চের নয় এবং কৃষকেরও নয় এবং মন্ত্রিরও নয় কিন্তু এ স্থানের মধ্যে চমৎকার কোন বস্তু আছেন তাহার শক্তিতে কৃষক রাজাধিরাজ প্রায় হয়। ইহা নিশ্চয় করিয়া দ্রব্যের উদ্ধার কারণ সেই স্থান খনন করিতে মহারাজ আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞা পাইয়া ভৃত্যবর্গেরা খনন করিল তৎপরে সেই স্থানহইতে প্রবাল মুক্তা মাণিক্য হীরক সূর্য্যকান্ত চন্দ্রকান্ত নীলকান্ত পদ্মরাগ মণিগণেতে জড়িত বত্রিশ পুত্তলিকাতে শোভিত তেজোময় এক দিব্য রত্ন সিংহাসন উঠিলেন। সেই সিংহাসনের তেজে রাজা ও রাজার পরিজন লোকেরা সিংহাসন প্রতি অবলোকন করিতে পারিলেন না। তৎপরে রাজা হৃষ্ট চিত্ত হইয়া আপনার রাজধানীতে সিংহাসন আনয়নের ইচ্ছা করিয়া ভৃত্যবর্গেরদিগকে আজ্ঞা করিলেন।

আজ্ঞা পাইয়া ভৃত্যবর্গেরা সিংহাসন চালন কারণ অনেক যত্ন করিল সে স্থানহইতে সিংহাসন লড়িল না। তৎপরে আকাশ বাণী হইল যে হেঁ রাজা নানাবিধ বস্ত্র অলঙ্কার আদি উপকরণ দিয়া এ সিংহাসনের পূজা বলিদান হোম কর তবে সিংহাসন উঠিবে তাহা শুনিয়া রাজার সেই রূপ করাতে সিংহাসন অনায়াসে উঠিলেন॥

তৎপরে ধারানামে নিজ রাজধানীতে সিংহাসন আনিয়া স্বর্ণ রূপ্য প্রবাল স্ফটিকময় স্তম্বেতে শোভিত রাজসভা স্থানের মধ্যে স্থাপিত করিলেন। পরে রাজা সেই সিংহাসনে বসিতে ইচ্ছা করিয়া পণ্ডিত লোকের দিগকে আনাইয়া শুভক্ষণ নিরূপণ করিয়া ভৃত্যবর্গের দিগকে অভিষেক সামগ্রী আয়োজন করিতে আজ্ঞা করিলেন। ভৃত্যবর্গেরা আজ্ঞা পাইয়া দধি দূর্ব্বা চন্দন পুষ্প অগুরু কুঙ্কুম গোরোচনা ছত্র তরাস চামর ময়ূর পুচ্ছ অস্ত্র শস্ত্র পতি পুত্রবতী স্ত্রীগণের হস্তেতে দর্পণাদি অধিবাস সামগ্রী সপ্তদ্বীপ পৃথিবীর চিহ্নেতে চিত্রিত এক ব্যাঘ্র চর্ম্ম এই সকল শাস্ত্রোক্ত রাজাভিষেক সামগ্রী আয়োজন করিয়া রাজার নিকটে নিবেদন করিল। তৎ পরে শ্রীভোজরাজ গুরু পুরোহিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গ মন্ত্রি সামন্ত সৈন্য সেনাপতিতে বেষ্টিত হইয়া সিংহাসনে বসিয়া অভিষিক্ত হবার নিমিত্তে সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হইলেন ইত্যবসরে সিংহাসনের প্রথম পুত্তলিকা রাজাকে কহিতে লাগিলেন॥

হে রাজা শুন যে রাজা গুণবান্ অত্যন্ত ধন বান্ অতি শয় দাতা অত্যন্ত দয়ালু অতি বড় শূর সাত্ত্বিক স্বভাব সদা উৎসাহশীল প্রবল প্রতাপ হন সেই রাজা এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য অন্য সামান্য রাজা উপযুক্ত নহেন। ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন হে পুত্তলিকা আমি যাচ্ঞামাত্রে উপযুক্ত পাত্র বুঝিয়া সার্দ্ধ লক্ষ সুবর্ণ দি অতএব আমাহইতে অধিক দাতা পৃথিবীতে অন্য কে আছে। ইহা শুনিয়া পুত্তলিকা উপহাস করিয়া কহি লেন। হে রাজা শুন যে লোক মহৎ হয় সে আপনার গুণ আপনি বর্ণনা করে না তুমি আপন গুণ আপনি ব্যাখ্যা করিলে ইহাতেই বুঝিলাম তুমি অতি ক্ষুদ্র। বড় লোক সেই যার গুণ অন্যে বর্ণনা করে আপনার গুণ আপনি বর্ণনা করণেতে কিছু ফল নাহি পরন্তু লো কেরা নির্ল্লজ্জ বলে যেমত যুবতী স্ত্রীর আপন স্তন মর্দ্দন আপনি করিলে কিছু সুখ নাহি কিন্তু লোকেরা নির্ল্লজ্জ বলে। পুত্তলিকার এই বাক্য শুনিয়া রাজা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া কহিলেন হে পুত্তলিকা এ সিংহাসন কাহারও কি রূপে হইয়াছে বৃত্তান্ত কহ। পুত্তলিকা কহিলেন হে মহারাজ সিংহাসনের বৃত্তান্ত শুন॥

অবন্তী নাম নগরেতে ভর্ত্তৃহরি নামে এক রাজা ছিলেন তাহার অভিষেক কালে শ্রীবিক্রমাদিত্যনামে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কোন অপমান পাইয়া স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশে গেলেন। শ্রীভর্ত্তৃহরি অভিষিক্ত হইয়া পুত্র তুল্য প্রজা পালন দুষ্টের দমন এই রূপ পৃথিবী পালন

করেণ। অনঙ্গসেনা নামে রাজার পট্টরাণী আপন রূপ গুণেতে রাজাকে অত্যন্ত বশীভূত করিলেন। সেই নগরে এক ব্রাহ্মণ ভুবনেশ্বরী দেবীর আরাধনা করেণ আরাধনাতে সন্তুষ্টা হইয়া দেবী প্রত্যক্ষ হইলেন ও কহিলেন। হে ব্রাহ্মণ বর প্রার্থনা কর। ব্রাহ্মণ অনেক স্তব বিনয় করিয়া কহিল হে দেবী আমার প্রতি যদি প্রসন্না হইয়াছেন তবে আমাকে অজরামর করুণ। ইহা শুনিয়া দেবী সন্তুষ্টা হইয়া ব্রাহ্মণকে এক ফল দিলেন ও কহিলেন এ ফল ভক্ষণ করিলে অজর অমর হইবা। দেবী এই রূপ বর দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন ব্রাহ্মণ আপন গৃহে আইলেন। পরদিবস স্নান পূজাদি নিত্য ক্রিয়া করিয়া ফল ভক্ষণ করিতে বসিয়া মনে বিচার করিলেন আমি অতি দরিদ্র ভিক্ষুক আমার দীর্ঘকাল জীবনে প্রয়োজন কি। রাজা ভর্তৃহরি পরম ধার্ম্মিক তাহার দীর্ঘ কাল জীবনে অনেকের ভাল হইবে। এই বিচার করিয়া রাজ সভাতে আসিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সে ফল দিলেন এবং সে ফলের বৃত্তান্ত কহিলেন। রাজা ফল পাইয়া আহ্লাদিত হইলেন ব্রাহ্মণের অনেক পুরস্কার করিলেন ব্রাহ্মণ আপন ঘরে গেলেন। রাজা অন্তঃপুরে গিয়া রাণীকে অত্যন্ত ভাল বাসেন এই প্রযুক্ত রাণীকে সেই ফল দিলেন এবং ফলের বৃত্তান্ত কহিলেন। রাণী প্রধান মন্ত্রির সঙ্গে থাকেন এই জন্যে সেই ফল প্রধান মন্ত্রিকে বৃত্তান্ত কহিয়া দিলেন প্রধান মন্ত্রি এক বেশ্যাতে অনুরক্ত ছিলেন সেই বেশ্যাকে বৃত্তান্ত কহিয়া

সেই ফল দিলেন। বেশ্যা সেই ফল পাইয়া বিচার করিল এই ফল যদি আমি রাজা ভর্ত্তৃহরিকে দি তবে অনেক ধন পাইব। এই পরামর্শ করিয়া সেই ফল রাজাকে দিল। রাজা সে ফল পাইয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। এই ফল আমি রাণীকে দিয়াছিলাম এ গণিকার সহিত রাজ্ঞীর আত্যন্তিকী প্রীতি কি রূপে হইল। অনুসন্ধান করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানিলেন। অনন্তর সংসার বিষয়ে বিরক্ত হইয়া স্ত্রী পুত্ত্রাদি বিষয় দোষ বিবেচনা করিলেন। আমি যে স্ত্রীকে প্রাণহইতে অধিক প্রিয় করিয়া জানি সে আমাতে বিরক্তা হইয়া মন্ত্রিতে অনুরক্তা হয়। সে মন্ত্রীও রাণীতে বিরক্ত হইয়া বেশ্যাতে অনুরক্ত হয় সে বেশ্যার ও মন্ত্রিতে অনুরাগ নাহি কেবল ধনেতে অনুরাগ। অতএব স্ত্রী পুত্ত্রাদি বিষয়তে প্রীতি করা ভ্রম মাত্র। এই সকল বিবেচনা করিয়া রাজা স্বরাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে গেলেন। তথাতে দেবদত্ত ফল ভক্ষণ করিয়া যোগারূঢ় হইয়া থাকিলেন। রাজা ভর্ত্তৃহরির সন্তান ছিল না রাজ্য অরাজক হইল চোর দস্যুর ভয় দিনে দিনে অতিশয় হইল॥

অগ্নি নামে বেতাল সে দেশে আশ্রয় করিলেন ইহাতে মন্ত্রিগণেরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া রাজ্য রক্ষার কারণ রাজলক্ষণযুক্ত এক ক্ষত্রিয় বালককে আনিয়া সেই দেশের রাজা যে দিবস করিলেন সেই দিবস রাত্রি যোগে অগ্নি বেতাল আসিয়া সে রাজাকে নষ্ট করিয়া গেল। এই রূপ মন্ত্রিগণেরা যখন যাকে আনিয়া রাজা

করেন তখন তাহাকে অগ্নিবেতাল নষ্ট করেন ইহাতে সে দেশে রাজা স্থির হইতে পারিলেন না। দুষ্ট লোকের দুষ্টতাতে দেশ দিনে দিনে নষ্ট হইতে লাগিল মন্ত্রিগণেরা রাজ্য রক্ষার্থে অত্যন্ত ভাবিত হইলেন কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না॥

এক দিবস মন্ত্রিগণেরা চিন্তিত হইয়া বসিয়া আছেন ইত্যবসরে শ্রীবিক্রমাদিত্য অন্য বেশ ধারণ করিয়া সভার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন মন্ত্রিরদিগকে কহিলেন এ রাজ্য অরাজক কেন। মন্ত্রিরা কহিলেন রাজা বন প্রবেশ করিয়াছেন আমরা রাজ্য রক্ষার কারণ যখন যাহাকে রাজা করি রাত্রি হইলে তাহাকে অগ্নিবেতাল নষ্ট করেন। ইহা শুনিয়া বিক্রমাদিত্য কহিলেন অদ্য আমাকে রাজা কর। মন্ত্রিরা শ্রীবিক্রমাদিত্যকে রাজার উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া কহিলেন অদ্য প্রভৃতি আপনি অবন্তী দেশের রাজা হইলেন আপনকার আজ্ঞানুসারে আমরা আপন আপন কর্ম্ম করিব। এই রূপে শ্রীবিক্রমাদিত্য অবন্তী দেশের রাজা হইয়া সমস্ত দিবস রাজোপযুক্ত সুখভোগ করিয়া রাত্রি কালে অগ্নিবেতালের কারণ নানা প্রকার মদ্য মাংস মৎস্য মোদক পিষ্টক পরমান্ন অন্ন ব্যঞ্জন দধি দুগ্ধ ঘৃত নবনীত চন্দন পুষ্পমালা নানা প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য প্রভৃতি সামগ্রী গৃহের মধ্যে রাখাইয়া সেই গৃহেতে আপনি উত্তম শয্যাতে জাগিয়া থাকিলেন। তারপর অগ্নিবেতাল খড়্গ হস্তে করিয়া সেই গৃহের মধ্যে আসিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যকে

মারিতে উদ্যত হইলেন৷ রাজা কহিলেন অগ্নিবে তাল শুন আপনি যখন আমাকে নষ্ট করিতে আসিয়াছেন অবশ্য নষ্ট করিবেন কিন্তু আপনকার নিমিত্ত যে সকল খাদ্য সামগ্রী করিয়াছি সে সকল সামগ্রী ভক্ষণ করিয়া পশ্চাতে আমাকে নষ্ট করিবা৷ অগ্নিবেতাল ইহা শুনিয়া সে সকল সামগ্রী ভক্ষণ করিয়া রাজাকে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম এই অবন্তী দেশ তোমাকে দিলাম পরম সুখে ভোগ করহ কিন্তু আমাকে এই রূপ প্রত্যহ ভোজন করাইবা৷ রাজাকে ইহা কহিয়া অগ্নিবেতাল সে স্থান হইতে স্বস্থানে গেলেন৷ রাজা প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়া করিয়া সভাতে বসিলেন৷ মন্ত্রিপ্রভৃতিরা রাজাকে দেখিয়া আপন২ মনে নিশ্চয় করিলেন ইনি অগ্নিবেতাল হইতে যখন রক্ষা পাইয়াছেন অতএব কোনহ মহাপুরুষ হইবেন৷ ইহা মনে বিচার করিয়া রাজাতে ভক্তিযুক্ত হইয়া এবং অত্যন্ত সাবধান হইয়া আপন২ কার্য্য করিতে লাগিলেন৷ রাজা ভয় ও প্রীতিতে মন্ত্রিপ্রভৃতিকে আপন আজ্ঞার অধীন করিয়া দণ্ডনীতি শাস্ত্রের মতে রাজ কর্ম্ম করেন৷ প্রতি দিন রাত্রি হইলে অগ্নিবেতালকে পূর্ব্বের মত ভোজন করাণ৷ এই রূপ উপায়েতে অগ্নিবেতালকে ও বশ করিলেন৷ অনন্তর এক দিবস রাত্রিকালে অগ্নিবেতাল ভোজন করিয়া আনন্দিত হইয়া বসিয়া আছেন সেই সময়ে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন হে বেতাল তুমি কি করিতে পার কিবা জান৷ বেতাল কহিলেন

আমি যা মনে করি তাহা করিতে পারি এবং সকল জানি। রাজা কহিলেন বল দেখি আমার পরমায়ু কত। বেতাল কহিলেন তোমার এক শত বৎসর আয়ু। রাজা কহিলেন আমার বয়ঃক্রমেতে দুই শূন্য পড়িয়াছে সে ভাল নয় অতএব শতের উপরে এক বৎসর অধিক করিয়া কিম্বা শতহইতে এক বৎসর ন্যূন করিয়া দেও। বেতাল কহিলেন হে রাজা তুমি অতি বড় সাত্ত্বিক দাতা দয়ালু ধার্ম্মিক জিতেন্দ্রিয় দেব ব্রাহ্মণ পূজক তোমার আয়ুর্দ্দায় সম্পূর্ণ ভোগ হইবে ন্যূনাতিরেক করিতে কেহ পারিবে না। ইহা শুনিয়া রাজা তুষ্ট হইলেন বেতাল আপন স্থানে গেলেন। পরে রাজা রাত্রিতে বেতালের ভোজনের সামগ্রী না করিয়া যুদ্ধ সজ্জাতে থাকিলেন বেতাল আসিয়া ভোজন সামগ্রী কিছু না দেখিয়া ও রাজার যুদ্ধসজ্জা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন ওরে শঠ রাজা অদ্য আমার খাদ্য দ্রব্য কেন কিছু করিস নাহি। রাজা কহিলেন যদ্যপি তুমি আমার বয়ঃক্রম ন্যূনাধিক করিতে পারিবা না তবে নিরর্থক তোমাকে নিত্য কেন ভোজন করাই। বেতাল কহিলেন হাঁ এখন তোর এমন কথা। আস আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর আজি তোকেই খাইব। এই বাক্য শুনিয়া রাজা ক্রোধেতে যুদ্ধ করিতে উঠিলেন। অনন্তর বেতালের সহিত রাজার অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অনেক প্রকার যুদ্ধ হইল। বেতাল যুদ্ধেতে রাজার বল পরাক্রম দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন হে রাজা তুমি বড় বলবান্ তোমার

যুদ্ধ পরাক্রমে সন্তুষ্ট হইলাম বর প্রার্থনা কর। রাজা কহিলেন তুমি যদ্যপি প্রসন্ন হইয়াছ তবে আমাকে এই বর দেও যখন তোমাকে স্মরণ করিব তখন আমার নিকট আসিবা। বেতাল রাজাকে এই বর দিয়া আপন স্থানে গেলেন। পর দিন প্রভাতে মন্ত্রিরা রাজার প্রমুখাৎ সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়া এবং রাজার পরিচয় পাইয়া বড় ঘটা করিয়া রাজার অভিষেক করিলেন। এই রূপ রাজা অভিষিক্ত হইয়া পরমসুখে নিস্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করেন। ইতোমধ্যে এক দিবস এক যোগী আসিয়া রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ তুমি যদি আমার প্রার্থনা ভঙ্গ না কর তবে আমি কিছু তোমাকে যাচঞা করি। রাজা কহিলেন হে যোগী আমার যত সম্পত্তি আছে সে সকল সম্পত্তিতে কিম্বা আমার এই শরীরেতে যদি তোমার মনোরথ পূর্ণ হয় তথাপি আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যোগী কহিলেন আমি এক শব সাধন করিয়াছি তুমি তাহাতে উত্তর সাধক হও। রাজা স্বীকার করিলেন তার পর যোগী রাজাকে সঙ্গে লইয়া শ্মশানে গেলেন শ্মশানে গিয়া যোগী কহিলেন হে রাজা এখানহইতে দুই ক্রোশে শিংশপা বৃক্ষে এক শব বান্ধা আছে তাহা শীঘ্র আন এই মতে রাজাকে শব আনিতে পাঠাইয়া আপনি শ্মশানের পূর্ব্বদিগে ঘুর্ঘরা নদীর তীরে শ্রীকালিকার মন্দিরে মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। রাজা শিংশপা বৃক্ষের নিকট গিয়া বৃক্ষের উপর উঠিয়া খড়্গেতে শবের বন্ধন

কাটিলেন ও শব বৃক্ষের তলে পড়িল। রাজা বৃক্ষহইতে নামিবামাত্র শব বৃক্ষের উপর গিয়া পূর্ব্বমত থাকিল। রাজা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া পুনর্ব্বার বৃক্ষে উঠিয়া শব লইয়া নামেন। এই সময়ে অগ্নি বেতাল রাজার বিপৎকাল জানিয়া তথাতে রাজার প্রত্যক্ষ হইয়া পঞ্চবিংশতি কথা কহিয়া রাজার শ্রম দূর করিয়া কহিলেন। এই পঞ্চবিংশতি কথার বিস্তার বেতাল পঞ্চবিংশতিতে আছে। বেতাল কহিলেন হে মহারাজ এ যোগী অত্যন্ত মায়াবী তোমাকে উত্তম পুরুষ জানিয়া আনিয়াছে সুবর্ণ পুরুষ সিদ্ধির কারণ তোমাকে বলি দিবেক এই মনে করিয়াছে অতএব তুমি অত্যন্ত সাবধান থাকিবা। এ যোগী যখন যাহা করিতে বলিবে তাহা বিবেচনা করিয়া করিবা দুর্জ্জনের উপকার করাতে উত্তরকাল ভাল হয় না। রাজা ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং মনে বিচার করিলেন এ যোগী স্ত্রী পুত্রাদি ত্যাগ করিয়া উদাসীন হইয়াছে আমি দেশের রাজা অনেকের প্রতিপালক আমাকে বলি দিয়া স্বর্ণ পুরুষ সিদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে স্বর্ণ পুরুষ সিদ্ধ হইলে কেবল ধন হয় পরমার্থে লেশ ও নাহি এ দুষ্ট যোগী কেবল আপনার সুখের কারণ অনেকের অত্যন্তিক মন্দ যাহাতে হয় এমত পাপ কর্ম্মে উদ্যত হইয়াছে। মূর্খেরা লোভেতে এক জন্মের যৎকিঞ্চিৎ সুখের জন্য এমত পাপ করে সে পাপের ফলে সহস্র জন্ম পর্য্যন্ত নানা প্রকার দুঃখ পায়। দুষ্ট লোক যদি পুণ্যের

সমুদ্রে থাকে তথাপি আপন দুষ্টতা ত্যাগ করে না৷ যেমত ক্ষীর সমুদ্রে সর্ব্বদা দুগ্ধ পান করিয়া যে সর্প থাকে সে সর্প বিষোদ্গার ব্যতিরেকে অমৃত বমন কদাচ করে না৷ আর সর্পের বিষের দমন মন্ত্র মহৌষধিতে যেমত হয় তেমত নীতি শাস্ত্রানুসারে বিচার করিয়া কর্ম্ম করিলে দুষ্ট লোকের দুষ্টতা অকিঞ্চিত্কর হয়৷ কিন্তু এ অতি বড় দুষ্ট যোগী ইহার বধ রাজ ধর্ম্ম৷ এই রূপ পরামর্শ করিয়া খড়্গ হস্তে শীঘ্র আসিয়া যোগীর মস্তক ছেদন করিলেন৷ মস্তক ছেদন করিবা মাত্রে স্বর্ণ পুরুষ প্রত্যক্ষ হইয়া রাজার প্রভাব প্রশংসা করিলেন এবং তদবধি রাজার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকিলেন৷ রাজা প্রভাতে পরমানন্দে স্বর্ণ পুরুষ লইয়া আপন রাজধানীতে আইলেন স্বর্ণ পুরুষের প্রসাদে কুবেরের তুল্য ধনবান্ হইয়া নানা প্রকার সুখ বিলাস করেন৷ ইত্যবসরে সিদ্ধুসেন নামে এক ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ দেশ হইতে রাজসভাতে আসিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন হেরাজা সম্পত্তি স্ত্রী হন তোমার এ সম্পত্তি যদি তোমাহইতে হইয়া থাকেন তবে তোমার কন্যা হইলেন যদি তোমার পিতাহইতে হইয়া থাকেন তবে তোমার ভগিনী হইলেন যদ্যপি অন্য কাহার ভুমি পাইয়াছ তবে পরস্ত্রী হইলেন অতএব বিবেচনা করিয়া বুঝ সর্ব্বদা সম্পত্তি ভোগের উপযুক্ত হন না এই নিমিত্তে সজ্জনেরা সম্পত্তি পাইয়া বিতরণ করিয়া থাকেন৷ তুমিও সজ্জন তোমাকে দান করিবার উচিত হয়৷

ব্রাহ্মণের প্রমুখাৎ ইহা শুনিয়া রাজা বিবেচনা করিলেন বড় অট্টালিকাতে বসিলে দিব্য হস্তী উত্তম অশ্বের উপরে চড়িলে কিম্বা অপূর্ব্ব সুন্দরী সম্ভোগ করিলে লোক বড় হয় না কিন্তু আপন ধনেতে পরের ধনের ন্যায় মমতা ত্যাগ করিয়া যে ধন দান করে সে বড় লোক এবং প্রশংসার পাত্র। ইহা মনে স্থির করিয়া এমত দান সর্ব্বদা করিতে লাগিলেন পৃথিবী মণ্ডলে দরিদ্র কেহ থাকিল না দেবলোক পর্য্যন্ত রাজার সুখ্যাতি হইল। দেবলোকেরদের রাজা ইন্দ্র তাহার সভাতে দেবতারা শ্রীবিক্রমাদিত্যের সদা প্রতিষ্ঠা করেন। এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি শুনিয়া ইন্দ্র অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন ও কহিলেন মনুষ্য লোকে শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজশিরোমণি আমার তুল্য অতএব দ্বাত্রিংশত পুত্তলিকাযুক্ত রত্নময় আমার সিংহাসন আমি প্রসন্ন হইয়া বিক্রমাদিত্যকে দিলাম। হে বায়ুদেবতা তুমি দিয়া আইস। ইন্দ্রের আজ্ঞা প্রমাণে পবন দেবতা আপন বেগে রাজসভারমধ্যে সিংহাসন আনিয়া দিলেন। শ্রীবিক্রমাদিত্য সিংহাসন পাইয়া বড় ঘটাতে অভিষিক্ত হইয়া সিংহাসনে বসিলেন। যখন সিংহাসনে বসেন তখন ইন্দ্রের ন্যায় শৌর্য্য বীর্য্য ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য সাহস উদ্যোগ বুদ্ধি পাণ্ডিত্য শ্রীবিক্রমাদিত্যের হয়। তদনন্তর সিদ্ধসেন ব্রাহ্মণের উপদেশে বিতরণ করাতে আমার এ দিব্য সিংহাসন লাভ হইল রাজা মনে এই নিশ্চয় করিয়া সিদ্ধসেন ব্রাহ্মণের প্রতি সন্তুষ্ট

হইয়া সভাসদ পণ্ডিতেরদের প্রধান করিলেন। রাজা সভাতে প্রত্যহ শত২ বেদজ্ঞ বেদান্তি মীমাংসক তার্কিক সাংখ্যবেত্তা পাতঞ্জলবেত্তা বৈশেষিক শিক্ষা কল্পব্যাকরণ নিরুক্ত জ্যোতিষ স্মৃতি সাহিত্য নাটক নাটিকা অলঙ্কার নীতিশাস্ত্র দণ্ডশাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি নানা শাস্ত্রবেত্তা শ্রীকালিদাস বররুচে ভবভূতি ক্ষপণক অমর সিংহ শঙ্কু বেতালভট্ট ঘটকর্পূরি বরাহ মিহির ধন্বন্তরি প্রভৃতি সকল। পণ্ডিত বর্গ লইয়া রাজা নানা শাস্ত্রের প্রসঙ্গে বিবিধ প্রকার কবিতার আমোদে পরম সুখে রাজ্য ভোগকরেন। প্রথমা পুত্তলিকা কহেন হে ভোজ রাজ এ সকল কথাতে তুমি সন্দিগ্ধ হইও না পৃথিবী বহুরত্না পুরুষের তপ জপ দান জ্ঞান প্রভৃতি ধর্ম্ম বলেতে দুর্ল্লভ কিছু নাহি। শ্রীবিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি প্রতাপের নানা প্রকার কথা আছে কহা যায় না। এই রূপে রাজার কিঞ্চিৎ ন্যূন এক শত বৎসর পরমায়ু হইল। বেতালের কথা স্মরণ করিয়া আপন মৃত্যুর সময় হইল ইহা বুঝিলেন বিবেচনা করিলেন ক্ষত্রিয় জাতির সম্মুখ যুদ্ধে মরণ হইলে অনায়াসে স্বর্গ প্রাপ্তি হয় ইহা নিশ্চয় করিয়া প্রতিষ্ঠান পুরের শালিবাহন নামে রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়া মন্ত্রিগণেরদিগকে সেনা সজ্জা করিতে আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞা পাইয়া মন্ত্রিগণেরা সহস্র২ রথী অযুত২ গজারূঢ় লক্ষ২ অশ্বারূঢ় নিযুত২ উষ্ট্রারূঢ় কোটী২ অশ্বারূঢ় অর্ব্বুদ২ ধানুষ্ক বৃন্দ২ অগ্নি যন্ত্র খর্ব্ব২ খড়্গ চর্ম্মধারী শত২ কশাতূণ বাণ ধনু ঢাল

তলোয়ার খড়্গ বর্ষা কাটার টাঙ্গী বন্দুক কামান নানা প্রকার অস্ত্র শাস্ত্র পূরিয়া চালান করিলেন৷ ডেরা দণ্ডা তাম্বু কানাৎ রাওটি পাল বাণ নিশান এ সকল চালান করিয়া ঢক্কা জয়ঢক্কা ডঙ্কা ঢোল দম্ফ তাসা মুরলী ভেরী তূরী নফিরী রণশৃঙ্গ জয়শৃঙ্গ মৃদঙ্গ কর তালাদি বাদ্য চালান করিলেন৷ মন্ত্রিগণেরা রাজার আজ্ঞানুসারে ব্যাপার করিয়া রাজার নিকটে নিবেদন করিলেন৷ রাজা শ্রীবিক্রমাদিত্য অশ্বযুক্ত নানা রত্নে খচিত উত্তম রথে আরোহণ করিয়া চতুরঙ্গ সেনাতে বেষ্টিত হইয়া শালিবাহন রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে গেলেন৷ পরে যুদ্ধ স্থানে গিয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া সম্মুখ যুদ্ধেতে শালিবাহন রাজার অস্ত্র প্রহারে রাজা বিক্রমাদিত্য প্রাণ ত্যাগ করিয়া স্বর্গ লোকে গেলেন৷ অবন্তী দেশ অরাজক হইল রাজ লক্ষ্মী অনাথা হইলেন৷ রাজার মরণ শুনিয়া পাটরাণী মন্ত্রিবর্গেরদিগে আশ্বাস করিলেন কহিলেন তোমরা উদ্বিগ্ন হইও না আমার গর্ব্ভ আছে ইহাতে অবশ্য পুত্র হইবে৷ রাজা হইয়া তোমারদের প্রতিপালন করিবেক৷ অনন্তর কিছু কাল পরে রাণী পুত্র প্রসব হইলে পুত্রকে মন্ত্রিরদিগকে সমর্পণ করিলেন আপনি অগ্নি প্রবেশ করিয়া স্বর্গলোকে রাজা বিক্রমাদিত্যর সহিত উত্তম সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন৷ রাজা বিক্রমাদিত্যের পুত্র বিক্রমসেন রাজ্যতে অভিষিক্ত হইয়া পিতার

তুল্য প্রজা পালন করেন কিন্তু ইন্দ্রদত্ত সিংহাসনে বসেন না॥

প্রথম পুত্তলিকার কথা॥

শুন হে রাজা ভোজ সেই অবধি পরম সিংহাসনে কেহ বসেন নাই ইতিমধ্যে আকাশ বাণী হইল এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত পৃথিবী মণ্ডলে কেহ নাই অতএব পবিত্র স্থানে গর্ত্ত করিয়া পুতিয়া রাখ ইহা শুনিয়া মন্ত্রিগণেরা সিংহাসন পুতিয়া রাখিলেন। পুত্তলিকা কহেন শুন মহারাজ সেই সিংহাসন এই ভুমি পাইয়াছ॥

পুনশ্চ পুত্তলিকা কহেন বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব শুন এক দিবস রাজা অবন্তী পুরীতে সভামধ্যে দিব্য সিংহাসনে বসিয়াছেন ইতিমধ্যে এক দরিদ্র পুরুষ আসিয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইল কথা কিছু কহিল না তাহাকে দেখিয়া রাজা মনের মধ্যে বিচার করিলেন যে লোক যাচঞা করিতে উপস্থিত হয় তাহার মরণ কালে যেমন শরীরে কম্প হয় এবং মুখ হইতে কথা নির্গত হয় না ইহারও সেই মত দেখিতেছি অতএব বুঝিলাম ইনি যাচঞা করিতে আসিয়াছেন কহিতে পারেন না। এই পরামর্শ করিয়া রাজা হাজার হূন

দেয়াইলেন রাজার নিকট হূন পাইয়া ও তথাহইতে গেল না কথাও কিছু কহিল না। তখন রাজা কহিলেন হে যাচক কথা কেন কহ না। ভিক্ষুক কহিল লজ্জা প্রযুক্ত কহিতে পারি না। ইহা শুনিয়া রাজা পুনর্ব্বার দশ হাজার হূন দেয়াইলেন। পুনশ্চ রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন হে যাচক আশ্চর্য্য কথা কিছু যদি জান তবে কহ। ভিক্ষুক কহিলেন মহারাজ তোমার শত্রুর কীর্ত্তি ঘরহইতে কদাচিত ও কোথায় বাহিরে যায় না তাহাকে পণ্ডিতেরা অসতী কহে। তোমার কীর্ত্তি মর্ত্ত্য পাতালে সর্ব্বদা ভ্রমণ করে ইহাকে কবিরা সতী বলেন এই আশ্চর্য্য রাজা এই কথা শুনিয়া লক্ষ হূন দেয়াইলেন। তৎপরে যাচক কহিলেন হে রাজা নিবেদন করি যে রাজা গুণবান লোক নিকটে রাখে তাহার মন্দ কখন হয় না এবং অনেক বিপত্তিহইতে উত্তীর্ণ হয়। ইহার বৃত্তান্ত শুন। বিশালা নামে এক পুরী ছিল তাহার রাজার নাম নন্দ যুবরাজের নাম বিজয়পাল মন্ত্রির নাম বহুশ্রুত গুরুর নাম শারদানন্দ রাণীর নাম ভানুমতী। রাজা রাণী ভানুমতীর রূপ গুণে অত্যন্ত বশতাপন্ন হইয়া রাজ্যের ভদ্রাভদ্র চিন্তা করেন না যদি কদাচিত রাজা কার্য্য করেন তবে ভানুমতীর সহিত সভা মধ্যে সিংহাসনে বসিয়া রাজ কর্ম্ম করেন। এক দিবস মন্ত্রী কহিলেন মহারাজ আমি এক নিবেদন করি। রাজ সভাতে রাণীর আগমন উচিত নহে রাজা কহিলেন মন্ত্রী ভাল কহিলা কিন্তু রাণী ব্যতিরেক

আমি একক্ষণ থাকিতে পারি না। মন্ত্রী কহিলেন পটে ভানুমতীর রূপ চিত্র করিয়া আপন নিকটে রাখ। রাজা চিত্রকরকে ভানুমতীর রূপ দেখাইয়া পটে চিত্র করিতে আজ্ঞা দিলেন। চিত্রকর সেই রূপ চিত্র করিয়া রাজার সাক্ষাতে দিল। রাজা শারদানন্দ গুরুকে চিত্র দেখাইলেন কহিলেন চিত্র কেমন হইয়াছে। শারদানন্দ কহিলেন রাণীর রূপ এই বটে কিন্তু ভানুমতীর বাম ঊরুতে একটি তিল আছে ইহাতে তিল নাই এই মাত্র বিশেষ। ইহা শুনিয়া রাজা মনে করিলেন শারদানন্দ ভানুমতীর ঊরুদেশের তিল কি রূপে জানিলেন কিছু কারণ থাকিবে। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া মন্ত্রীকে কহিলেন শারদানন্দকে নষ্ট কর। মন্ত্রী শারদানন্দকে আপন গৃহে লইয়া চিন্তা করিলেন রাজা শারদানন্দের দোষ নিশ্চিত না করিয়া বধ করিতে আজ্ঞা করিলেন নির্ণয় না করিয়া উত্তম পুরুষের বধ করা উপযুক্ত নহে নষ্ট করিলে রাজার পাপ হবে। এই সকল মনের মধ্যে বিচার করিয়া আপন ঘরে মৃত্তিকার ভিতর ঘর করিয়া শারদানন্দকে রাখিলেন। কিঞ্চিৎ দিন পরে রাজপুত্র বিজয়পাল শিকার করিতে বনে গেলেন বনে প্রবেশ করিয়া এক শূকর দেখিলেন শূকর মারিবার কারণ পাছে২ গিয়া গহন বন মধ্যে উপস্থিত হইলেন সৈন্য সামন্ত সকল কোথায় গেল রাজপুত্র তৃষ্ণাতুর হইয়া জল খুজিলেন অনন্তর এক পুষ্করণী পাইয়া তাহাতে জল খাইয়া বসিয়া থাকিলেন। এই কালে

এক ব্যাঘ্র সে খানে আইল ব্যাঘ্রকে দেখিয়া বিজয়পাল গাছের উপরে চড়িলেন সেই গাছে এক বানর ছিল। সেই বানর রাজ পুত্রকে কহিল হে রাজপুত্র কিছু ভয় নাহি উপরে আইস বানরের কথা শুনিয়া রাজ পুত্র উচেতে গেলেন। সন্ধ্যাকাল হইলে রাত্রিতে রাজকুমারের আলস্য দেখিয়া বানর কহিলেন হে রাজপুত্র বৃক্ষের তলে ব্যাঘ্র আছে তুমি আমার ক্রোড়ে নিদ্রা যাও। রাজপুত্র সেই রূপ নিদ্রা গেলেন। ব্যাঘ্র বানরকে কহিল ওহে বানর মনুষ্য জাতিতে বিশ্বাস করিও না রাজ পুত্রকে ফেলিয়া দেহ তোমার প্রসাদেতে আমার আহার হউক। বানর কহিল শুনরে ব্যাঘ্র রাজপুত্র আমাকে বিশ্বাস করিয়াছেন তাঁহাকে আমি নষ্ট করিব না। বানরের কথা শুনিয়া ব্যাঘ্র চুপ করিয়া থাকিল কিঞ্চিৎ কালের পর রাজপুত্র শয়ন ত্যাগ করিয়া বসিলেন। বানর রাজপুত্রের উরুদেশে মস্তক দিয়া নিদ্রা গেলেন। ব্যাঘ্র পুনর্ব্বার রাজপুত্রকে কহিল হে রাজকুমার বানর জাতিকে বিশ্বাস কি তুমি বানরকে ফেলিয়া দেহ যে আমার আহার হউক। তোমার ভয় আমাহইতে কিছু নাহি। ব্যাঘ্রের কথা শুনিয়া বানরকে ফেলিয়া দিলেন। বানর পড়িয়া বৃক্ষের মধ্যে ডাল ধরিয়া রহিল তলে পড়িল না। তাহা দেখিয়া রাজকুমার অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। বানর কহিল রাজপুত্র ভয় করিও না। তারপর প্রাতঃকাল হইল ব্যাঘ্র সে স্থানহইতে গেল। রাজপুত্র

বিসেমিরা২ কহিয়া বাতুল হইয়া বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রাজপুত্রের ঘোটক নগর মধ্যে আপন স্থানে গেল রাজা যুবরাজের অশ্ব দেখিলেন যুবরাজকে না দেখিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া সৈন্য সামন্তের সহিত আপন পুত্রের অন্বেষণ করিতে বনে গেলেন বনে গিয়া দেখিলেন যে যুবরাজ বনের মধ্যে বিসেমিরা২ বলিয়া ভ্রমণ করিতেছেন। রাজা যুবরাজকে ঘরে আনিলেন অনেক মন্ত্র মহৌষধি করিলেন কোন প্রকারে ভাল হইল না। রাজা কহিলেন যদি শারদানন্দ গুরু থাকিতেন তবে আমার পুত্রের কি চিন্তা শারদানন্দকে আপনি নষ্ট করিয়াছি এই কালে মন্ত্রী কহিল মহারাজ নিবেদন করি যে গিয়াছে তার শোক করিলে কি হইবে সম্প্রতি সহরে ঢেঁড়ি সর্ব্বত্র ঘোষণা দেয়াও যুবরাজকে যে ভাল করিবে তাহাকে রাজ্যের অর্দ্ধেক দিব। ইহা শুনিয়া রাজা নগরে ঘোষণা দেয়াইলেন। মন্ত্রী আপন গৃহে গিয়া শারদানন্দকে এই সকল কহিলেন শারদানন্দ মন্ত্রিকে কহিলেন তুমি রাজাকে কহ আমার সাত বৎসরের এক কন্যা আছে সে আপনকার পুত্র কে দেখিলে তাহাকে ভাল করিবে। মন্ত্রী এই সকল কথা রাজার নিকটে কহিলেন। রাজা শুনিবামাত্র পুত্রকে লইয়া মন্ত্রির গৃহে আইলেন যেখানে শারদানন্দ থাকেন তাহার নিকট যবনিকা দেয়াইলেন যবনিকার বাহিরে রাজা পুত্রের সহিত বসিলেন। শারদানন্দ যবনিকার ভিতরে থাকিয়া কহিতে লাগিলেন বিশ্বাস

করিয়া যে যাহার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া থাকে তাহাকে যে বঞ্চনা করে তাহার কি পুরুষার্থ। এই অর্থের এক কবিতা পড়িলেন তাহা শুনিয়া রাজপুত্র বি অক্ষর ত্যাগ করিয়া সেমিরা২ করিতে লাগিলেন। পুনশ্চ শারদানন্দ কহিলেন সেতুবন্ধ গিয়া কিম্বা গঙ্গা সাগরে গিয়া ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতক নষ্ট হয় মিত্রহত্যার পাপ কোনহ প্রকারে নষ্ট হয় না। ইহা শুনিয়া রাজকুমার সে অক্ষর ত্যাগ করিয়া মিরা২ বলিতে লাগিল। শারদানন্দ পুনর্ব্বার বলিলেন মিত্রহিংসক কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতী এই সকল লোকেরা নরক ভোগ করে যাবত্ কাল চন্দ্র সূর্য্য থাকেন। এই কথা শুনিয়া যুব রাজ মি ছাড়িয়া রা২ বলিতে লাগিল পুনশ্চ শারদানন্দ কহিলেন রাজা তুমি যুবরাজের যদি মঙ্গল ইচ্ছা কর তবে নানা বিধ দ্রব্য ব্রাহ্মণেরদিগকে দেও গৃহস্থ লোকের দানেতে পাপ যায়। এই সকল শুনিয়া রাজপুত্র সুস্থ হইলেন। তারপর রাজপুত্র ব্যাঘ্র বানরের বৃত্তান্ত শুনিয়া সকলের আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল। রাজা সবিস্ময় হইয়া কন্যাকে কহিলেন হে কন্যা তুমি ঘরহইতে কখন যাওনা বনের মধ্যে বানর ব্যাঘ্র মানুষ ইহারদের বৃত্তান্ত ঘরে থাকিয়া কি রূপে জানিলা। ইহা শুনিয়া শারদানন্দ কহিলেন গুরু দেবতার অনুগ্রহেতে আমার জিহ্বার অগ্রে সরস্বতী আছেন এই প্রযুক্ত আমি সকল জানি যে মত ভানুমতীর উরু দেশের তিল জানিয়াছিলাম। এই কথা শুনিয়া রাজা বুঝিলেন যে ইনি গুরু শারদানন্দ। তৎপর

রাজা যবনিকা উঁচাইয়া পুত্রের সহিত গুরুকে প্রণাম করিলেন রাজা আনন্দিত হইয়া মন্ত্রীকে অনেক প্রশংসা করিলেন মন্ত্রী তুমি ধন্য তোমাহইতে গুরুর এবং পুত্রের প্রাণ রক্ষা হইল। এই সমস্ত কথা যাচক বিক্রমাদিত্যকে কহিয়া কহিলেন হে রাজা অতএব কহি যে সজ্জন নিকটে থাকিলে অনেক ভাল হয়। এই কথা রাজা বিক্রমাদিত্য ব্রাহ্মণের স্থানে শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণকে কোটি হূন দিলেন যাচক হূন পাইয়া আপন ঘরে গেলেন। কোষাধীশকে কহিলেন তুমি দরিদ্র আইলে হাজার হূন দিবা যে যাচ্ঞা করিবে তারে দশ হাজার হূন দিবা যে শাস্ত্রের আলাপ করিবে তারে লক্ষ দিবা আমি আজ্ঞা করিলে কোটি দিবা। প্রথম পুত্তলিকা কহিলেন শুন হে রাজা ভোজ রাজা বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব ও দান ও প্রতাপ তোমাকে কহিলাম যদি তোমার এ সকল থাকে তবে এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত হও॥

ইতি প্রথম কথা॥

দ্বিতীয় পুত্তলিকার কথা॥

শ্রীভোজরাজা অন্য এক দিবস নিরূপণ করিয়া অভিষেককারণ সপরিবারে সিংহাসনের নিকট উপস্থিত হইলেন। ইত্যবসরে সিংহাসনের দ্বিতীয় পুত্তলিকা

কহিলেন শুন হে রাজা ভোজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের তুল্য যার মহত্ত্ব থাকে সে এই সিংহাসনে বসিতে পারে৷ রাজা কহিলেন বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব কি রূপ৷ পুত্তলিকা কহিলেন রাজা শুন৷ অবন্তী নগরে শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজ্য করেন এক দিবস আশ্চর্য্য দেখিবার জন্যে রাজা ভৃত্যবর্গেরদিগকে নানা দেশে প্রেরণ করিলেন ভৃত্যবর্গেরা নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া রাজার নিকটে আসিয়া কহিল হে মহা রাজ নিবেদন করি চিত্রকূট পর্ব্বতে দেবতার এক মন্দির তার নিকট এক পুষ্পোদ্যান আছে এবং মন্দিরের সম্মুখে এক নদী আছে সেই নদীতে নিষ্কলঙ্ক পুণ্যবান লোক যদি স্নান করে তবে তাহার শরীরে সেই জল দুগ্ধের ন্যায় দৃষ্ট হয় যদি কেহ পাপী সকলঙ্ক লোক স্নান করে তবে তাহার শরীরে সেই জল কজ্জলের সমান দৃষ্ট হয়৷ সেই স্থানে এক যোগী জপ ধ্যান হোম নিরন্তর করিতেছেন কিন্তু দেবতা প্রসন্ন হন নাই এই সকল কথা রাজা বিক্রমাদিত্য শ্রবণ করিয়া সেই স্থানে গিয়া সেই নদীতে স্নান করিয়া আপনাকে নিষ্কলঙ্ক করিয়া জানিলেন তৎপর দেবতাকে নমস্কার করিয়া যোগির নিকটে গমন করিলেন৷ রাজা সন্ন্যাসিকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে যোগী তুমি তপস্যা কতকাল করিতেছ৷ তপস্বী কহিলেন শুন বৈশাখ জ্যেষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন কার্ত্তিক অগ্রহায়ন পৌষ মাঘ ফাল্গুণ চৈত্র এই বারমাসে এক বৎসর হয় এমন এক শত বৎসর

তপস্যা করিতেছি তথাপি দেবতা প্রসন্ন হন নাই। এই কথা শুনিয়া রাজা চিন্তা করিলেন শরীর ধারণ করিলে মরণ অবশ্য হয় কিন্তু যদি পরের উপকারের নিমিত্ত প্রাণ ত্যাগ হয় তবে সে মৃত্যু উত্তম বটে। রাজা এই বিচার করিয়া অন্তঃকরণে দেবতাকে ভাবনা করিয়া খড়্গ লইয়া আপনার মস্তক ছেদন করেন। এই কালে দেবী সাক্ষাত হইয়া রাজার হস্ত ধরিলেন কহিলেন তুমি মস্তক ছেদন করিও না তোমারে সন্তুষ্ট হইলাম বর যাচ্ঞা কর। রাজা কহিলেন হে ভগবতী এই যোগী অনেক কাল তপস্যা করিতেছেন ইহারে প্রসন্ন না হইয়া অতি শীঘ্র আমারে প্রসন্না হইলা ইহার কারণ কি। দেবী কহিলেন শ্রীবিক্রমাদিত্য শুন মন্ত্র তীর্থ দেবতা চিকিৎসক গুরু এই সকলেতে যার যে রূপ ভাবনা তার সেই রূপ সিদ্ধি হয় এই সন্যাসির আমাতে দৃঢ় ভাবনা নাহি। ইহা শুনিয়া রাজা চিন্তা করিলেন কাষ্ঠ কিম্বা প্রস্তর হইতে দেবতা ভাবেতে থাকেন অতএব ভাব সিদ্ধির কারণে। অনন্তর রাজা পরের উপকারের জন্যে দেবীকে কহিলেন। হে দেবী যদি আমারে তুষ্ট হইলা তবে এই যোগী অনেক কাল তপস্যা করিয়া যথেষ্ট ব্যামোহ পাইতেছেন অতএব যোগীকে এই বর দেহ দেবী সেই বর সন্যাসীকে দিলেন। শ্রীবিক্রমাদিত্য দেবীদত্ত বর তপস্বিকে দিয়া নিজ স্থানে আইলেন দ্বিতীয় পুত্তলিকা কহিলেন শুন রাজা ভোজ মহা রাজা বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব দাতৃত্ব শূরত্ব মহা

পুরুষত্ব তোমাকে কহিলাম যদ্যপি এই সকল তোমাতে থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিবার উপ যুক্ত হও ॥

ইতি দ্বিতীয় কথা ॥

তৃতীয় পুত্তলিকার কথা ॥

শ্রীভোজরাজা অভিষেকের জন্যে অপর এক সময় নিরূপণ করিয়া সিংহাসনের সমীপে যাইবা মাত্র তৃতীয় পুত্তলিকা কহিতেছেন। হে ভোজ রাজ আমার কথা শুন এই সিংহাসনে সেই বসিতে পারে যাহার মহত্ত্ব রাজা বিক্রমাদিত্যের সমান হয়। রাজা ভোজ বলিলেন বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব কি প্রকার। তৃতীয়া পুত্তলিকা কহিল শুন২ রাজা ভোজ। উদ্যম সাহস ধৈর্য্য বল বুদ্ধি পরাক্রম এই ছয় যাহার থাকে তাহাকে দেবতাও শঙ্কা করেন। রাজা বিক্রমাদিত্যের এই ছয় আছে এবংভূত রাজা এক দিবস বিচার করিলেন ধন আর মেঘ ইহারা যখন হয় তখন কোথা হইতে আইসে এবং যখন যায় তখন কোথায় যায় ইহা বুঝিতে পারা যায় না সম্প্রতি আমার অনেক সম্পত্তি আছে পরে কি রূপ হবে ইহার নিশ্চয় নাই। রাজা এই সকল ভাবনা করিয়া ব্রাহ্মণ দরিদ্র স্ত্রী বালক অনাথা অক্ষম প্রভৃতির দিগে প্রত্যহ যথোচিত দান করিতে আরম্ভ করিলেন এবং প্রজারদের স্থানে কর অত্যল্প গ্রহণ

করিতে লাগিলেন নানাবিধ যজ্ঞ জপ হোম বলি পূজা বিষয়ে সদ্বৃত্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিয়া সকল দেবতার সন্তোষ কারণ অপর এক ব্রাহ্মণকে জলদেবতার উপাসনার নিমিত্তে সমুদ্রের নিকট পাচাইলেন ব্রাহ্মণ গিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া সমুদ্রকে স্তব করিলেন। স্তব করিলে পর সমুদ্র সাক্ষাত হইয়া কহিলেন হে ব্রাহ্মণ আমি বিক্রমাদিত্যের ভাবেতে প্রসন্ন হইলাম তিনি দূরে থাকিলেও আমার অত্যন্ত প্রিয় তুমি এই চারি রত্ন রাজা বিক্রমাদিত্যকে দিবা এই রত্নের গুণ কহিবা এক রত্নের প্রভাব খাদ্য সামগ্রী যখন যাহা মনে করিবেন তৎক্ষণে তাহাই উপস্থিত হইবে দ্বিতীয় রত্ন হইতে যথেষ্ট ধন হয় তৃতীয় রত্নের স্থানে রথ হস্তী ঘোটক পদাতি সৈন্য সামন্ত এ সমস্ত মিলে চতুর্থ রত্নের গুণে যাবত অলঙ্কার হয়। ব্রাহ্মণ চারি রত্ন লইয়া রাজার নিকটে আসিয়া চারি রত্ন রাজাকে দিলেন এবং মণির প্রভাবও কহিলেন। রাজা দক্ষিণার কারণ ঐ চারি মণির মধ্য এক মণি ব্রাহ্মণকে নিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন আমার স্ত্রী পুত্র বধূ আছেন তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা যে মণি লইতে বলিবেন সেই মণি লইব। ব্রাহ্মণ রাজাকে এই কথা কহিয়া আপন গৃহে গিয়া স্ত্রী পুত্র ও পুত্রবধূ ইহারদিগকে সকল বৃত্তান্ত বলিলেন। বৃত্তান্ত শুনিয়া পুত্র কহিলেন যাহাতে হস্তী ঘোটক হয় সেই রত্ন আন স্ত্রী কহিলেন যে মণিতে খাদ্য সামগ্রী হয় তাহা লও

পুত্রবধূ কহিলেন যে রত্নেতে অলঙ্কার হয় সেই ভাল ব্রাহ্মণ বলিলেন যাহাতে ধন প্রসবে সে মণি উত্তম৷ এই রূপে চারি জনাতে পরস্পর কলহ করিয়া রাজার সাক্ষাতে ব্রাহ্মণ গিয়া এ সকল বৃত্তান্ত কহিলে রাজা শুনিয়া চারি জনার সন্তোষের জন্যে ঐ চারি রত্ন ব্রাহ্মণকে দিলেন৷ ব্রাহ্মণ তুষ্ট হইয়া গৃহে আইলেন৷ তৃতীয় পুত্তলিকা কহিলেন রাজা ভোজ শুন রাজাধি রাজা বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব তোমারে কহিলাম এই রূপ মহত্ত্ব যদি তোমার থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিতে পার৷৷

তৃতীয় কথা সমাপ্তা৷৷

চতুর্থী পুত্তলিকার কথা৷৷

পুনশ্চ অভিষেক কারণ অন্য লগ্ন নিরূপণ করিয়া ভদ্রাসনের নিকট ভোজ রাজা গেলেন৷ এই সময়ে সিংহাসনের চতুর্থী পুত্তলিকা কহিলেন রাজা ভোজ আমার কথা শুন৷ এই সিংহাসন রাজা বিক্রমাদিত্যের তার তুল্য মহত্ত্ব যার থাকে সে এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত৷ রাজা কহিলেন বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব কি প্রকার৷ পুত্তলিকা কহিলেন শুন২ রাজা ভোজ অবন্তী পুরীতে শ্রীবিক্রমাদিত্য সম্রাজ্য করেন সেই নগরে শিক্ষাকল্পব্যাকরণ নিরুক্ত জ্যোতিষ ছন্দ শাস্ত্র এই ছয়

অঙ্গের সহিত ঋক যযু সাম অথর্ব্বচারি বেদ পূর্ব্বমীমাংসা উত্তরমীমাংসা রূপমীমাংসা শাস্ত্র ন্যায় বৈশেষিক সাংখ্য পাতঞ্জল রূপন্যায় বিস্তর স্মৃতি শাস্ত্র পুরাণ শাস্ত্র এই চতুর্দ্দশ বিদ্যা আয়ুর্ব্বেদ ধনুর্ব্বেদ গান্ধর্ব্বশাস্ত্র শিল্প শাস্ত্রাদিরূপ অর্থ শাস্ত্র এই চারি বিদ্যা দৃষ্টার্থ প্রধান পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ বিদ্যা অদৃষ্টার্থ প্রধান এই সমুদায় অষ্টাদশ বিদ্যা। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ বিদ্যাতে বিদ্বান্ পণ্ডিত এক ব্রাহ্মণ থাকেন তিনি অপুত্রক। এক দিবস ঐ পণ্ডিতের স্ত্রী পণ্ডিতকে কহিলেন হে স্বামী আমার গর্ব্ভে যাহা তে পুত্র হয় এমত দেবতার আরাধনা কর। ব্রাহ্মণ বলিলেন ব্রাহ্মণী ভাল কহিলা গুরু শুশ্রূষা ব্যতিরেকে বিদ্যা হয় না পুণ্য ব্যতিরেকে পুত্র হয় না। ব্রাহ্মণ এই কথা কহিয়া পত্নীর অনুরোধে কুলদেবতার আরাধনা করিলেন সেই পুণ্যের ফলে ব্রাহ্মণীর গর্ব্ভে ব্রাহ্মণের এক পুত্র হইল তাহার নাম দেবদত্ত হইল। অনন্তর দেবদত্তের পিতা দেবদত্তকে তাবৎ শাস্ত্রে অধ্যয়ন করাইলেন দেবদত্তকে বিবাহ দিয়া সংসারের ভারে নিযুক্ত করিয়া আপনি তীর্থ ভ্রমণ করিতে গেলেন দেবদত্ত গৃহকর্ম্ম করিয়া গৃহে থাকেন। এক দিবস দেবদত্ত হোমের নিমিত্তে কাষ্ঠ আনিতে বনে গেলেন রাজা বিক্রমাদিত্য অশ্বের উপরে আরোহণ করিয়া মৃগয়া করিতে সেই বনে গিয়াছিলেন বনের মধ্যে মৃগ অন্বেষণ করিতে২ সৈন্য সামন্ত সকল নানা স্থানে

গেল রাজা বিক্রমাদিত্য তৃষার্ত্ত হইয়া বনের মধ্যে ভ্রমণ করিতে২ ঐ দেবদত্ত নামা ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। রাজা ব্রাহ্মণকে দেখিয়া বিনয় পূর্ব্বক কহিলেন হে ব্রাহ্মণ আমি তৃষার্ত্ত হইয়াছি আমাকে জল পান করাও। ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া সুস্বাদু সুপক্ব উত্তম ফল সুশীতল জল লইয়া রাজার নিকট দিলেন রাজা সে ফল খাইয়া এবংজল পান করিয়া পরমাপ্যায়িত হইলেন তারপর ব্রাহ্মণ পথ দেখাইয়া দিলেন রাজা আপন স্থানে গেলেন। অন্য এক দিবস রাজা মন্ত্রিগণেরদের সহিত কথা প্রসঙ্গে দেবদত্ত ব্রাহ্মণ যে উপকার করিয়াছিলেন সেই উপকার সভাস্থ লোকের দিগকে কহিয়া ব্রাহ্মণের অনেক প্রশংসা করিলেন। এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ মনের মধ্যে বিচার করিলেন উত্তম লোকের উপকার করিলে সে উপকারে উত্তম লোক যাবজ্জীবন বদ্ধ হইয়া থাকে উপকার বিস্মৃত কখন হয় না দেখি, রাজার উপকারজ্ঞতা কি পর্য্যন্ত। এই পরামর্শ করিয়া কোন উপায়েতে রাজার পুত্রকে চুরি করিয়া আপন বাটীর মধ্যে লইয়া রাখিলেন। তদনন্তর রাজা আপন পুত্রকে না দেখিয়া পুত্র অন্বেষন কারণ নানা স্থানে দূতগণ প্রেষণ করিলেন দূতগণ কুত্রাপি রাজপুত্রের তত্ত্ব পাইল না রাজা সপরিবারে পুত্রের নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। ইতোমধ্যে এক দিবস দেবদত্ত ব্রাহ্মণ রাজপুত্রের এক অলঙ্কার বিক্রয়ের নিমিত্তে আপন ভৃত্যের হস্তে দিয়া বাজারে

পাঠাইলেন ভৃত্য বণিকের দোকানে অলঙ্কার দেখাই তেছে। ইত্যবসরে রাজার লোকেরা দেখিয়া সেই অলঙ্কারের সহিত ব্রাহ্মণের ভৃত্যকে বান্ধিয়া রাজার সাক্ষাতে লইয়া গেল। রাজা তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন এ অলঙ্কার আমার পুত্রের তুই কোথায় পাইলি আমার পুত্র বা কোথায়। সে লোক কহিল মহারাজ এ অলঙ্কার দেবদত্ত নামা ব্রাহ্মণ আমাকে বিক্রয় করিতে দিয়াছেন আমি বিক্রয় করিতে গিয়াছিলাম আমি আর কিছু জানি না। রাজা এই কথা শুনিয়া দূত পাঠাইয়া দেবদত্তকে আপন সাক্ষাতে আনাইয়া ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসিলেন এ অলঙ্কার তুমি এই লোকের হাতে বিক্রয় করিতে দিয়াছিলা। ব্রাহ্মণ বলিলেন বটে আমি দিয়াছি। রাজা কহিলেন তুমি এ অলঙ্কার কোথায় পাইলা। ব্রাহ্মণ বলিলেন তোমার পুত্রের স্থানে পাইয়াছি। রাজা বলিলেন আমার পুত্র কোথায়। ব্রাহ্মণ কহিলেন তোমার পুত্র মরিয়াছেন। রাজা বলিলেন কি রূপে মরিয়াছেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন আমি মারিয়াছি। তদনন্তর রাজা কহিলেন তুমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জ্ঞানী ধার্ম্মিক নিরপরাধে রাজবালককে কেন নষ্ট করিলা। ব্রাহ্মণ বলিলেন আমার ধন লোভে এ পাপ বুদ্ধি হইল এই প্রযুক্ত নষ্ট করিয়াছি। অনন্তর রাজা মন্ত্রিগণেরদিগে অবলোকন করিলেন। মন্ত্রিগণেরা কহিলেন মহারাজ যে লোক রাজকীয় লোকের দিগকে নষ্ট করে সে লোককে রাজা তৎক্ষণে

নষ্ট করিবে ইনি রাজপুত্রকে নষ্ট করিয়াছেন ইহাকে নষ্ট করা উপযুক্ত হয় কিন্তু ইনি ব্রাহ্মণ অতএব ইহার বৃত্তিচ্ছেদন করিয়া সপরিবারে ইহাকে আপন দেশ হইতে দূর করিয়া দেও। রাজা ব্রাহ্মণের পূর্ব্বোপকার স্মরণ করিয়া মন্ত্রিলোকেরদের বাক্য আদর না করিয়া ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন। ব্রাহ্মণ রাজার বৈশিষ্ঠ দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ঠ হইয়া আপন ঘরে আসিয়া রাজপুত্রকে স্নান ভোজন করাইয়া বস্ত্র অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া রাজ সভাতে রাজপুত্রকে লইয়া গেলেন। রাজা পুত্রকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়া পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন হে ব্রাহ্মণ তুমি কি আশয়ে এ ব্যবহার করিলা আমি বুঝিতে পারিলাম না। ব্রাহ্মণ কহিলেন আমার পূর্ব্বকৃত উপকারেতে তুমি কি রূপ বদ্ধ আছ ইহা বুঝিবার কারণ আমি এই রূপ কর্ম্ম করিয়াছিলাম। তদনন্তর রাজা ব্রাহ্মণকে অনেক ধন দিয়া পরিতোষ করিলেন ব্রাহ্মণ আপন গৃহে গেলেন। এই কথা চতুর্থ পুত্তলিকা ভোজ রাজাকে কহিয়া কহিলেন হে ভোজরাজ শ্রীবিক্র মাদিত্যের যে রূপ উপকারজ্ঞতা তুমি আমার প্রমুখাৎ শুনিলে এই রূপ উপকারজ্ঞতা যদি তোমার থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত হও। ভোজরাজ এই রূপ উপকারজ্ঞতা আপনাতে নাই ইহা বুঝিয়া সে দিবস ক্ষান্ত হইলেন ॥

ইতি চতুর্থী কথা সমাপ্তা ॥

পঞ্চমী পুত্তলিকার কথা ॥

শ্রী ভোজরাজা পুনর্ব্বার অন্য সময় নিরূপণ করিয়া অভিষেক কারণ মন্ত্রিগণের সহিত সিংহাসনের সমীপে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ইতোমধ্যে পঞ্চমী পুত্তলিকা কহিলেন শুন হে রাজা ভোজ রাজা বিক্রমাদিত্যের এই সিংহাসনে সেই বসিতে পারে রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য যার ঔদার্য্য থাকে। রাজা কহিলেন হে পুত্তলিকে রাজা বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য কি রূপ। পঞ্চমী পুত্তলিকা কহিলেন ভোজরাজ শুন। অবন্তী নগরে মন্ত্রিগণের মধ্যে রাজা বিক্রমাদিত্য ভদ্রাসনে বসিয়া রাজকার্য্য করিতেছেন ইতোমধ্যে ক্রীড়াবনের রক্ষক রাজদ্বারে আসিয়া দ্বারিকে কহিলেন আমি রাজার সাক্ষাতে যাইব তুমি মহারাজার নিকটে সমাচার দেহ। ইহা শুনিয়া দ্বারী রাজার সমীপে গিয়া নিবেদন করিয়া বন রক্ষককে রাজসন্নিধানে লইয়া গেল। উদ্যান পালক কপালে দুই হস্ত দিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া কহিল মহারাজ নিবেদন করি। আপনার ক্রীড়োদ্যানে আম্র নারিকেল গুবাক জম্বীর নাগরঙ্গ চম্পক অশোক কিংশুক মল্লিকা তাল তমাল শাল পিয়াল কদলী কক্কোল লবঙ্গ এলাবতী কেতকী কুন্দ দমনক আদি সকল বৃক্ষ ও লতা নূতন পল্লব ও পুষ্প ফলেতে শোভিত হইয়াছে এই কাল বনক্রীড়ার সময়। রাজা ইহা শুনিয়া রাণী

গণেরদিগের সহিত দাসী ও নর্ত্তকীতে পরিবৃত হইয়া আরামে গেলেন। ক্রীড়াবনে গিয়া শ্লেষোক্তি বক্রোক্তিতে নিপুণ হাস্য লাস্য ভাব হাব বিলাস বিভ্রম ইঙ্গিতাদিতে চতুর সুরতিতে পণ্ডিত পদ্মিনী চিত্রিণী স্ত্রীগণেরদের সহিত রাজা কোন স্থানে পুষ্প চয়ন করিতেছেন কোথাও জল ক্রীড়া করিতেছেন কোন স্থানে গান করিতেছেন কোথাও দুলিতেছেন কোন স্থানে কদলী গৃহে প্রবেশ করিতেছেন কোথাও নারীগণের যাহার যে অভিলাষ তাহা সিদ্ধ করিতেছেন। এই রূপে বসন্ত কালে শ্রীবিক্রমাদিত্য নানা প্রকার সাংসারিক সুখ ভোগ করিতেছেন। ইত্যবসরে সেই বনের এক প্রদেশে এক তপস্বী বহু কাল পর্য্যন্ত বিবিধ প্রকার কঠোর তপস্যা করণে ক্ষীণশরীর রাজার বন বিহার দর্শনে বিকার প্রাপ্ত চিত্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। আমি উত্তম বস্ত্র ধারণে দিব্য অলঙ্কার পরিধানে দিব্য গন্ধদ্রব্য লেপনে অপূর্ব্ব মিষ্টান্ন ভক্ষণে উত্তম পালঙ্ক শয়নে সুগন্ধি দ্রব্য ঘ্রাণে জাতীফল লবঙ্গ এলাচি কর্পূরাদি মিশ্রিত তাম্বূল চর্ব্বণে গীত বাদ্য শ্রবণে নর্ত্তক নর্ত্তকীর নর্ত্তন দর্শনে উত্তম সুন্দরী স্ত্রী সহিত হাস্য কৌতুক করণে যুবতী স্ত্রী সম্ভোগে যে প্রত্যক্ষ সুখ সাক্ষাৎকার হয় তাহা না করিয়া তপস্যা করিলে স্বর্গ সুখ হবে এই ভাবি সন্দিগ্ধ অপ্রত্যক্ষ সুখের কারণ এতাবৎ কাল তপস্যা করিয়া কেবল আত্মবঞ্চনা করিলাম। যে সকল লোক আত্মপুরুষার্থে

এই সকল সুখ ভোগ না করিয়া ভবিষ্যৎ সুখ ভোগের নিমিত্তে মুণ্ডিত হন সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম লেপন করেন কৌপীন পরিধান করেন তাহারা আপনার বিড়ম্বনা আপনারা করেন এই মাত্র লোকে প্রকাশ করেন ভবিষ্যত্ব সুখ হওনের প্রমাণ কি। এই রূপ নাস্তিক মতাবলম্বনে যোগভ্রষ্ট হইয়া যোগী সাংসারিক সুখ সিদ্ধির নিমিত্তে রাজার নিকটে আসিলেন। রাজা যোগিকে দেখিয়া বহুমান পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন হে যোগি কিমর্থে আপনকার আমার নিকট আগমন। যোগী কহিলেন হে মহারাজ আমি অনেক কালাবধি এই বনে তপস্যা করিতেছি অদ্য আমার আরাধিত দেবতা আমাকে সুপ্রসন্ন হইয়া আজ্ঞা করিলেন যে তুমি শ্রীরাজা বিক্রমাদিত্যের নিকটে যাও তিনি তোমার সকল অভিলাষ পূর্ণ করিবেন। এতদর্থে আমার আপনকার নিকটে আগমন। রাজা যোগির এই কথা শ্রবণ করিয়া বুঝিলেন যে এ যোগী অনিশ্চিত শাস্ত্রার্থ যোগভ্রষ্ট সাংসারিক সুখার্থে আতুর হইয়াছেন। অতএব আর্ত্তের বাঞ্ছা পূরণ কর্ত্তব্য হয়। মনের মধ্যে এই বিচার করিয়া বড় এক নগরের মধ্যে উত্তম বাটী নির্ম্মাণ করিয়া যোগিকে দিলেন। একশত নানা অলঙ্কারেতে ভূষিতা যুবতী স্ত্রী একশত গ্রাম অনেক ধন দাস দাসী গো মহিষ হস্তি ঘোটক প্রভৃতি যোগিকে দিয়া আপনি যোগপাদুকাতে আরোহণ করিয়া আকাশ পথে বায়ুবেগে রাজধানীতে আইলেন।

যোগী ব্যক্তিতহইতে অধিক সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকিলেন। এই কথা পঞ্চমী পুত্তলিকা ভোজরাজকে কহিলেন হে ভোজরাজ তোমাতে যদি এতাদৃশ দানশক্তি থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য হও ভোজ রাজা সে দিবস ফিরিয়া গেলেন ॥

ইতি পঞ্চমী কথা সমাপ্তা ॥

ষষ্ঠী পুত্তলিকার কথা ॥

শ্রীভোজ রাজা পুনশ্চ অন্য সময় নির্ণয় করিয়া অভিষেকের জন্যে সিংহাসনে আরোহণ করেন এই সময় ষষ্ঠী পুত্তলিকা হাসিয়া কহিলেন শুন রাজা ভোজ রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য যে পরোপকারক হয় সে এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য। ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন রাজা বিক্রমাদিত্যের উপকারকত্তা কি। পুত্তলিকা কহিলেন বিক্রম চরিত্রে মনোযোগ কর। অবন্তী পুরীতে রাজা বিক্রমাদিত্য সর্ব্ব দেশের আধিপত্য করেন রাজার অধিকারস্থ লোকেরা সর্ব্বদা স্ব স্ব বর্ণের আচার কদাচিৎ লঙ্ঘন করেন না নিরন্তর শাস্ত্র বিচার করেন অধর্ম্মে দৃষ্টি কদাচ করেন না পরোপকার করিতে সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকেন প্রাণান্তেও মিথ্যা বাক্য বলেন না আত্মশরীরকে অনিত্য করিয়া জানেন পরমাত্ম চিন্তা নিরন্তর করেন। ঐ পুরীতে

ধনদত্ত নামা এক বণিক থাকেন সেই ধনদত্তের এত ধন যে সে আপনার ধনের পরিমাণ আপনি জানে না যে২ সামগ্রী কোন নগরে নাহি সে ধনদত্তের গৃহে আছে। এক দিবস ধনদত্ত বিচার করিলেন পরলোকে উপকার হয় এমত পুণ্য করিলাম না আমার গতি কি হবে। এই বিবেচনা করিয়া নানা প্রকারে অনেক দান ধর্ম্ম করিয়া তীর্থ দর্শন কারণ দেশান্তরে গেলেন। নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া সমুদ্রের মধ্যে এক দ্বীপে উপস্থিত হইলেন সেই স্থানে দেবতার এক মন্দির আছে মন্দিরের নিকট এক সরোবর থাকে সরোবরের চারি দিগে চারি ঘাট চন্দ্রকান্ত মণিতে খচিত আছে ঐ স্থানে এক পরম সুন্দরী স্ত্রী দিব্য সুন্দর এক পুরুষ থাকেন কিন্তু দুই জনের দুই মস্তক ছিন্ন হইয়া পৃথক আছে মস্তকের সমীপে এক প্রস্তরে কতক গুলি অক্ষর লেখা আছে যে উত্তম পুরুষ কেহ যদ্যপি আপনার মস্তক ছেদন করিয়া বলি দেয় তবে এই স্ত্রী পুরুষের জীবন্যাস হয়। এই সকল দেখিয়া ধনদত্তের আশ্চর্য্যজ্ঞান হইল তৎপর ধনদত্ত তীর্থ দর্শন করিয়া আপন গৃহে আইলেন। এক দিবস ধনদত্ত কথা প্রসঙ্গে রাজার সমীপে এ সমস্ত বৃত্তান্ত রাজার কাছে নিবেদন করিলেন। রাজা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন ধনদত্ত সেই স্থানে আমার সহিত চল কৌতুক দেখিব। এই পরামর্শ করিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য ধনদত্তকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে গেলেন গিয়া ধনদত্ত পূর্ব্ব যে সকল

কহিয়াছিলেন সে সমস্ত রাজা আপনি সাক্ষাৎ দেখিয়া বিচার করিলেন পরের যৎকিঞ্চিত উপকারের নিমিত্তে উত্তম লোকে প্রাণপণ করে আমি প্রাণ দিলে ইহারা স্ত্রী পুরুষ দুই জনে জীবৎ শরীর হইবে অতএব এ উত্তম কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য শরীর ধারণে অবশ্য মৃত্যু আছে পরোপকার করিয়া মরিলে পরলোকেও উত্তম গতি হয়। ইহা জানিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য সরোবরে স্নান করিয়া দেবীর সাক্ষাৎ আপন মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত। ইতোমধ্যে দেবী প্রসন্না হইয়া রাজার হস্ত ধরিলেন কহিলেন হে রাজা তুমি উত্তম পুরুষ তোমাকে সন্তুষ্টা হইলাম বর প্রার্থনা কর। রাজা কহিলেন হে দেবি যদি প্রসন্না হইলা তবে এই দুই স্ত্রী পুরুষের প্রাণ দান করিয়া এই দেশের রাজত্ব দেও। দেবী ইহা শুনিয়া কহিলেন হে বিক্রমাদিত্য তুমি উত্তম পুরুষ পরোপকারের নিমিত্তে আপনার প্রাণ ত্যাগ করিতে উদ্যত। ইহা কহিয়া দেবী ঐ স্ত্রী পুরুষের জীবন্যাস করিয়া এবং সে দেশের অধিকার দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। নিদ্রিত লোক যেমন নিদ্রা ভঙ্গ হইলে উঠে এই রূপ স্ত্রী পুরুষ দুই জন গাত্রোত্থান করিল দেবীর অনুগ্রহে স্ত্রী পুরুষ দুই জন সেই দেশে রাজা রাণী হইলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য আপন রাজধানীতে আইলেন। ষষ্ঠী পুত্তলিকা কহিল মহারাজ শুন মহারাজ বিক্রমাদিত্য এই রূপ পরোপকারক যদ্যপি এতাদৃশ পরোপকারকত্তা তোমাতে থাকে তবে এ সিংহাসনে বসিবার যোগ্য

হও। ভোজরাজা এই রূপ পরোপকারকর্ত্তা আপনাতে নাহি ইহা জানিয়া সে দিবস নিরস্ত হইলেন॥

ইতি ষষ্ঠী কথা সমাপ্তা॥

সপ্তমী পুত্তলিকার কথা॥

পুনর্ব্বার অপর দিবস অভিষেক কারণ ভোজরাজা সিংহাসনের পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হবা মাত্রে সপ্তমী পুত্তলিকা কহিল শুন হে ভোজরাজ সে এই সিংহাসনে বসিতে পারে যে রাজা বিক্রমাদিত্যের সমান সর্ব্বপ্রাণির উপকারক হয়। রাজা ইহা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে পুত্তলিকা রাজা বিক্রমাদিত্যের সর্ব্ব প্রাণির উপকারকর্ত্তা কি মত। পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ বিক্রম চরিত্র শুন। অবন্তী পুরীতে রাজা বিক্রমাদিত্য সাম্রাজ্য করেন এক দিবস রাজা সেবকেরদিগকে আজ্ঞা করিলেন তোমরা কোন দেশের কেমন চরিত্র জানিয়া আইস। ভৃত্যেরা আজ্ঞা পাইয়া নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া কাশ্মীর দেশে উপস্থিত হইলেন সেই দেশে ধনবান এক লোক অতি বৃহৎ এক সরোবর করিয়াছে তাহাতে জল থাকে না পরে এক দিবস আকাশ বাণী হইল উত্তম পুরুষ কেহ যদ্যপি আপন শরীর বলি দেয় তবে এই পুষ্করণীতে জল হয় নতুবা জল হবে না। এই দিব্য বাক্য শুনিয়া সে ধনী ব্যক্তি দশ ভার সুবর্ণের

এক পুরুষ করিয়া তড়াগের সমীপে রাখিল সেই স্থানে প্রস্তরে লিখিয়া রাখিল যে বলির জন্য আপন শরীর দিবে এই স্বর্ণপুরুষ তারে দিব। অন্য২ দেশহইতে যে২ লোকেরা আইসে তাহারা নিজ শরীর বলি দিতে স্বীকার করে না। না পারিয়া ফিরিয়া যায়। রাজা বিক্রমাদিত্যের ভৃত্যেরা এই সকল দেখিয়া অবন্তী নগরে আসিয়া রাজার সাক্ষাৎ নিবেদন করিল। রাজা এ সকল কথা শুনিয়া কৌতুক প্রযুক্ত কাশ্মীর দেশে গেলেন সন্ধ্যাকালে সরোবর নিকটে প্রচ্ছন্ন রূপে গিয়া ইষ্টদেবতার ভাবনা করিলেন। তৎ পরে অর্দ্ধরাত্রেতে রাজা বিক্রমাদিত্য কৃতাঞ্জুলি হইয়া কহিলেন হে দেবতা সকল আমি বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি নরবলির রক্ত পান করিয়া যে দেবতার তৃপ্তি হয় সে দেবতা আমার রুধির পান করিয়া তুষ্ট হন। ইহা কহিয়া আপনার মস্তক ছেদন করিলেন। দেবতা তৎক্ষণে মস্তক শরীরে দিয়া রাজাকে বাঁচাইলেন ও কহিলেন হে রাজা তোমাকে প্রসন্ন হইলাম বর যাচঞা কর। রাজা বলিলেন হে দেবি যদি আমাতে তুষ্টা হইলা তবে সকল প্রাণির উপকারের জন্যে এই সরোবর জলে সম্পূর্ণ কর। দেবতা কহিলেন হে বিক্রমাদিত্য তোমার অতিশয় ধার্ম্মিকতা তোমাকে অনুগ্রহ করিলাম ইহা বলিয়া প্রত্যক্ষ হইলেন রাজা নিজ দেশে আইলেন। কাশ্মীর দেশের লোকেরা প্রাতঃকালে জল পূর্ণ সরোবর দেখিয়া বিস্মিত হইল।

সপ্তমী পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ রাজা বিক্রমা দিত্য এই রূপ সর্ব্বপ্রাণির উপকারক এমত গুণ যদ্যপি তোমাতে থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত বট। ইহা শুনিয়া সে দিবস ভোজরাজ এতাদৃশ সর্ব্ব প্রাণির হিতাচরণ আপনাতে নাহি বুঝিয়া বিমনস্ক হইলেন ॥

ইতি সপ্তমী কথা সমাপ্তা ॥

অষ্টমী পুত্তলিকার কথা ॥

তারপর এক দিবস শ্রীভোজরাজ সকল অভিষেক সামগ্রী লইয়া সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ইত্যবসরে অষ্টমী পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ শুন শ্রীবিক্রমাদিত্যের ন্যায় যে পরবাঞ্ছাপূরক সেই এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত। ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন রাজা বিক্রমাদিত্য কেমন পর বাঞ্ছাপূরক ছিলেন। পুত্তলিকা বলিলেন হে রাজা শুন অবন্তী পুরে শ্রীবিক্রমাদিত্য সাম্রাজ্য করেন ঐ পুরে ত্রিপুরাকার নামে রাজ পুরোহিত বাস করেন তাঁহার পুত্র কমলাকর নাম তিনি অত্যন্ত মূর্খ ত্রিপুরাকার আপন পুত্রকে মূর্খ দেখিয়া সর্ব্বদা ভাবিত থাকেন এক দিবস আপন পুত্রকে নিকটে বসাইয়া অনুযোগ করিতে লাগিলেন। হে পুত্র শুন সংসারে জীব মনুষ্য জন্ম অনেক পুণ্যের

ফলে পায়৷ জীব মনুষ্য শরীর পাইয়া যদি বিদ্যো পার্জ্জন করেন তবে মনুষ্যজন্ম সার্থক নতুবা সে মনুষ্য রূপী পশু বিবেচনা করিয়া আপন মনে বুঝ শয়ন আসন ভোজন প্রভৃতি ব্যবহারে মনুষ্যের ও পশুর অবিশেষ তবে পশুহইতে মনুষ্যের এই তারতম্য যে পশুর বিদ্যা হয় না মনুষ্যের বিদ্যা হয় ইহাতে যে মনুষ্যের বিদ্যা না হইল সে পশু কেন নয়৷ আর দেখ রাজত্বহইতে পাণ্ডিত্য বড় কেননা রাজার স্বদেশে যাদৃশী মর্য্যাদা পরদেশে তাদৃশী নয় পণ্ডিতের স্বদেশে পরদেশে তুল্য মর্য্যাদা৷ আর দেখ যত ধন সংসারের মধ্যে আছে সকল ধনহইতে বিদ্যা উপাদেয় ধন আর ধনের চোর অগ্নি রাজাদি ভীতি আছে বিদ্যা ধনের সে ভয় নাই এবং আর ধন সকলে ব্যয় করিলে ক্ষীণ হয় বিদ্যা ধনের ব্যয়েতে বৃদ্ধি হয় এবং অন্য ধন সর্ব্বদা সঙ্গে থাকে না বিদ্যা ধন সর্ব্বদা সঙ্গে থাকেন৷ আর দেখ যত ভূষণ আছে সকলহইতে বিদ্যা বড় ভূষণ কেননা অন্য অলঙ্কার বাল্য যৌবন অবস্থাতেই শোভা পায় জরাবস্থাতে শোভা পায় না বিদ্যা সর্ব্বাবস্থাতে শোভা পান৷ হে পুত্র এ বিদ্যা তুমি উপার্জ্জন করিলা না অতএব তোমার জীবন মরণ তুল্য ফল বিবেচনা করিয়া বুঝ পুত্র না হওন হইয়া মরা বাঁচিয়া থাকিয়া মূর্খ হওয়া এ তিনের মধ্যে বরঞ্চ না হওয়া ও হইয়া মরা ভাল৷ মূর্খ হইয়া জীবদ্দশাতে থাকা কদাচ ভাল নয় যে হেতুক পুত্র না হইলে আপনার অদৃষ্ট ভাবিয়া লোক

নিরস্ত থাকে হইয়া মরিলে বড় মাসেক দুমাস লোক শোক করে। মূর্খ পুত্র পিতা মাতার সর্ব্বদা দুঃখের নিমিত্ত হয় অতএব বলি মূর্খ পুত্রের মরণ ভাল। কমলাকর পিতার এই সকল বাক্য শুনিয়া বিদ্যোপার্জন করিতে বিদেশে প্রস্থান করিলেন অনেক দিবসে কাশ্মীর দেশে উপস্থিত হইলেন সে দেশে চন্দ্রমৌলি নামে সর্ব্ব শাস্ত্রে পণ্ডিত এক ব্রাহ্মণ ছিলেন কমলাকর বিদ্যার নিমিত্ত সেই ব্রাহ্মণের উপাসনা করিতে লাগিলেন। চন্দ্রমৌলি ব্রাহ্মণ কমলাকরের শুশ্রূষাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া সরস্বতীর সিদ্ধ মন্ত্র দিলেন। কমলাকর সিদ্ধ মন্ত্র প্রভাবে অষ্টাদশ বিদ্যাতে পণ্ডিত হইলেন। তাহার পর কমলাকর কাঞ্চীপুরীতে গেলেন কাঞ্চীপুরীতে এক বাটীর মধ্যে নরমোহিনী নামে এক কন্যা থাকেন সে বাটীতে আর কেহ থাকে না সর্ব্বদা দ্বার মুক্ত থাকে সে বাটীর কর্ত্তা দুর্জ্জয় নামে এক রাক্ষস সে রাত্রিযোগে বাটী আইসে যে কেহ বিদেশীয় লোক সে বাটীর মধ্যে যায় ঐ কন্যাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকে রাত্রিযোগে রাক্ষস আসিয়া তাহাকে ভক্ষণ করে এই রূপে অনেক পথিক তথাতে মরিয়াছে। কমলাকর এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া স্বদেশে আসিয়া এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্যের নিকট এ সকল বৃত্তান্ত কহিলেন আর কহিলেন হে মহারাজ ঐ পদ্মিনী স্ত্রীকে আমাকে দেও। রাজা তাহা স্বীকার করিয়া কমলাকরকে সঙ্গে লইয়া কাঞ্চীপুরে নরমোহিনী কন্যার নিকটে উপস্থিত হইলেন

সে কন্যা দেখাতে রাজার কিছু মাত্র মোহ হইল না। রাজা অত্যন্ত ধৈর্যশালী জিতেন্দ্রিয়। তারপর রাক্ষস নিশাতে রাজাকে খাইতে উদ্যত হবামাত্রে রাজা খড়্গ চর্ম্ম হস্তে লইয়া যুদ্ধার্থে উদ্যুক্ত হইলেন তদনন্তর রাজা ঐ রাক্ষসের সহিত নানা প্রকার যুদ্ধ করিয়া তাহাকে নষ্ট করিলেন রাক্ষস নষ্ট হওয়াতে নরমোহিনী কন্যা সন্তুষ্টা হইয়া রাজার অনেক প্রশংসা করিয়া কহিলেন হে রাজা তুমি আমাকে রাক্ষসহইতে ত্রাণ করিয়া প্রাণদান দিলা অতএব আমি তোমার শরণাপন্না হইলাম। রাজা কন্যার এই কথা শুনিয়া কহিলেন হে কন্যা তুমি যদি নিতান্ত আমার শরণাপন্না হইলা তবে আমি যাহা বলি তাহা প্রতিপালন কর। এই যে কমলাকর ইনি বড় পণ্ডিত আমার অতিশয় প্রিয় ইহাঁকে তুমি পতিভাবে ভজ। রাজার এই কথাতে কন্যা সম্মতি করিলেন। এই রূপে শ্রীবিক্রমাদিত্য কমলাকরকে পদ্মিনী কন্যাকে দিয়া আপন রাজধানীতে আইলেন কমলাকর পদ্মিনী কন্যাকে লইয়া আপন বাটীতে আইলেন অষ্টমী পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ রাজা বিক্রমাদিত্য যে রূপ পরবাঞ্ছাপূরক তাহা শুনিলা যদ্যপি এতাদৃশ পরবাঞ্ছাপূরকতা তোমাতে থাকে তবে এ সিংহাসনে বসিবার যোগ্য হও। ভোজ রাজ এ কথা শুনিয়া সে দিবস অধোমুখ হইয়া গেলেন ॥

ইতি অষ্টমী কথা সমাপ্তা ॥

নবমী পুত্তলিকার কথা ৷৷

ভোজরাজ পুনর্ব্বার এক দিবস নিরূপণ করিয়া অভিষেক কারণ সিংহাসনে বসিবার উপক্রম করিতেছেন ইতোমধ্যে নবমী পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ শুন রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য মহত্ত্ব যাহার থাকে সে এই ভদ্রাসনে বসিতে পারে৷ ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন হে পুত্তলিকা রাজা বিক্রমাদিত্যের কিরূপ মহত্ত্ব৷ পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজ রাজ শুন অবন্তী পুরীতে শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজা রাজ্য করেন ঐ নগরীতে এক যোগী আসিয়া উদ্যানের মধ্যে থাকিলেন সে যোগী সর্ব্বজ্ঞ এবং বাকসিদ্ধ নিরাকাঙ্ক্ষ পরম বৈরাগ্য যুক্ত যাহাকে যাহা বলে তাহার তাহাই সিদ্ধ হয়৷ যোগির এই সকল বৃত্তান্ত রাজা লোকের প্রমুখাৎ শুনিয়া যোগিকে আনিবার কারণ সভাসৎ পণ্ডিতেরদিগকে পাঠাইলেন৷ যোগী পণ্ডিতের প্রমুখাৎ রাজার আহ্বান শুনিয়া আইলেন না কহিলেন আমার রাজার নিকট যাওয়ার প্রয়োজন কি যে পুরুষ নিষ্কাম. সে তৃণের ন্যায় অপূর্ব্ব সুন্দরী স্ত্রীকে দেখে যে নিষ্পাপ· সে তৃণতুল্য যমকে জানে যে নির্ল্লোভ সে রাজৈশ্বর্য্যকে তৃণ প্রায় জানে যে নিষ্প্রয়োজন সে রাজাকে তৃণ সমান মানে৷ যোগির এই সকল কথা পণ্ডিতেরা শুনিয়া রাজার সাক্ষাৎ আসিয়া কহিলেন৷ রাজা শুনিয়া

বুঝিলেন যোগী ভাল বটে। লোক রাজার নিকটে আসিতে প্রার্থনা করে আমি ডাকিয়া পাঠাইলাম তথাপি আইলেন না অতএব বুঝিলাম এ যোগী নিতান্ত নিস্পৃহ বটেন। রাজা এই বিচার করিয়া আপনি যোগির নিকটে আইলেন যোগী রাজার রাজচিহ্ন ও মহাপুরুষলক্ষণ দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে দিব্য এক ফল দিলেন এবং সে ফলের প্রভাব কহিলেন যে এ ফল খায় সে অজর অমর নীরোগ হইয়া থাকে। রাজা সে ফল পাইয়া আপন বাটীতে আসিতেছেন ইতোমধ্যে পথে এক ব্যক্তিকে অত্যন্ত রোগার্ত্ত দেখিয়া তাহার প্রতি দয়া করিয়া সে ফল দিলেন। নবমী পুত্তলিকা ভোজরাজকে কহিলেন তোমাতে যদি এ সকল গুণ থাকে তবে এ সিংহাসনে বসিবার যোগ্য হও। ভোজরাজ আপনার এত গুণ নাই বুঝিয়া সে দিবস পরাঙ্মুখ হইয়া আইলেন ॥

ইতি নবমী কথা সমাপ্তা ॥

দশমী পুত্তলিকার কথা ॥

তৎপর অন্য এক মুহূর্ত্তে অভিষেক কারণ শ্রীভোজরাজ সিংহাসন সমীপে আসিলেন। দশমী পুত্তলিকা ভোজরাজকে দেখিয়া উপহাস করিয়া কহিলেন হে ভোজরাজ তুমি এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত নহ।

শ্রীবিক্রমাদিত্যের সদৃশ যে রাজা সে এ সিংহাসনে বসিতে পারে। ভোজরাজ কহিলেন রাজা বিক্রমাদিত্য কীদৃক্ ছিলেন। দশমী পুত্তলিকা শুনিয়া কহিলেন হে ভোজরাজ শুন শ্রীবিক্রমাদিত্য যে রূপ গুণবান্ ছিলেন তাহা কহি। এক দিন শ্রীবিক্রমাদিত্য ভূমণ্ডল অবলোকন কারণ যোগপাদুকারোহণ করিয়াচলিলেন নানা দেশ ভ্রমণ করিতে২ এক স্থানে পর্ব্বতে অতি বড় গহরের মধ্যে এক অপূর্ব্ব মনোহর বৃক্ষ দেখিয়া সে বৃক্ষের তলে গিয়া বসিলেন তারপর সে বৃক্ষের উপরে চির জীবী নামে এক পক্ষী থাকেন সেই পক্ষির পরি বারগণ নানা দেশে আহার প্রচারণ করিয়া সন্ধ্যা সময়ে ঐ বৃক্ষের উপরে আসিয়া পক্ষিরা পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে এক পক্ষী কহিলেন আজি আমার অতি বড় দুঃখ হইয়াছে। পক্ষী সকল ঐ পক্ষিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন তোমার কি দুঃখ। পক্ষী কহিলেন তোমরা আমার অন্তঃকর ণের দুঃখের বৃত্তান্ত মনযোগ করিয়া শুন সমুদ্রের মধ্যে এক দ্বীপ আছে সেই দ্বীপের রাজা এক রাক্ষস প্রজা মনুষ্য লোকেরা এক দিবস ঐ রাক্ষস সকল মনুষ্য খাইতে উদ্যত হইল। এই ভয় প্রযুক্ত সকল প্রজারা পরামর্শ করিয়া কহিলেন হে রাক্ষস তুমি আমারদের রাজা আমরা তোমার প্রজা প্রজাপালন রাজধর্ম্ম তুমি রাজা হইয়া প্রজারদিগকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হও এমত উপযুক্ত নহে। আমরা তোমার আহার কারণ

প্রতিদিন এক এক মনুষ্য পর্য্যায়ানুসারে দিব। রাক্ষস সেই দিন অবধি প্রত্যহ এক২ মনুষ্য আহার করিয়া সন্তুষ্ট থাকে প্রজারদিগের অধিক উপদ্রব করে না। আমি আজি সেই দেশে চরণে গিয়াছিলাম সেই স্থানে আমার এক মিত্র আছে তাহার এক পুত্র। আমার মিত্রকে অদ্য এক মনুষ্য দিতে হইবে অতএব আমার মিত্রপুত্রকে রাক্ষসে ভক্ষণ করিবে এই নিমিত্ত আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। রাজা বিক্রমাদিত্যে বৃক্ষের তলে থাকিয়া পক্ষির কথা শুনিয়া যোগপাদুকাতে আরোহণ করিয়া রাক্ষস রাজার দেশে গিয়া যে স্থানে রাক্ষস ভক্ষণ করে সেই স্থানে পক্ষির মিত্রপুত্র আপন শরীর রাক্ষসকে ভক্ষণ করিতে দিবার কারণ মরণ ভয়ে অত্যন্ত কাতর হইয়া বসিয়াছেন। রাজা বিক্রমাদিত্যে ঐ স্থানে গেলেন কহিলেন হে বালক তুমি নিজ গৃহে যাও আমি তোমার হইয়া নিজ শরীর রাক্ষসকে ভক্ষণ করিতে দিব। বালক কহিলেন তুমি পুণ্যাত্মা কে আমাকে পরিচয় দেহ। রাজা কহিলেন আমার পরিচয়ে তোমার কি প্রয়োজন। বালক বিক্রমাদিত্যের এই কথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া আপন গৃহে গেলেন। রাজা বিক্রমাদিত্যে রাক্ষসের আহার স্থানে হাস্যবদনে নির্ভয় হইয়া বসিয়া থাকিলেন। রাক্ষস আহারের কালে সেই স্থানে আসিয়া উত্তম পুরুষকে দেখিয়া কহিলেন হে মনুষ্য তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল ইহাতে ভয় না করিয়া হাস্য করিতেছ তুমি কে আমাকে

পরিচয় দেহ। বিক্রমাদিত্যে কহিলেন আমি তোমার আহারের কারণ আসিয়াছি পরিচয়ে কি প্রয়োজন আমাকে ভক্ষণ কর। রাক্ষস তুষ্ট হইয়া কহিল হে উত্তম পুরুষ তুমি বড় পুণ্যাত্মা আমি তোমাকে তুষ্ট হইলাম। আমার স্থানে তোমার যে অভিলাষিত থাকে তাহা যাচঞা কর। রাজা কহিলেন যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইলা তবে অদ্য অবধি প্রজার হিংসা করিবা না। অনন্তর রাক্ষস তথাস্তু বলিয়া রাজার বাক্য স্বীকার করিলেন। রাজা যোগপাদুকাতে আরোহণ করিয়া নিজ রাজধানীতে আইলেন। সে অবধি রাক্ষসের প্রজা লোকেরা সুস্থ হইয়া থাকিল। দশমী পুত্তলিকা এই কথা রাজাকে শুনাইয়া কহিলেন ঈদৃশ পরোপকার কর্ত্তা তোমার যদি থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত হও। ইহা শুনিয়া ভোজরাজ তদ্দিবসে নিরস্ত হইলেন॥

ইতি দশমী কথা সমাপ্তা॥

একাদশী পুত্তলিকার কথা॥

পুনর্ব্বার অপর দিবস ভোজরাজ অভিষেক কারণ সিংহাসনে বসিবার কারণ সিংহাসনের নিকট উপস্থিত হইলেন। এতন্মধ্যে একাদশী পুত্তলিকা কহিলেন ভোজরাজ শুন এ সিংহাসনে বসিতে সেই পারে

যাহার রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য মহত্ত্ব থাকে। ভোজ রাজ কহিলেন হে পুত্তলিকা রাজা বিক্রমাদিত্যের কি রূপ মহত্ত্ব। পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ শুন রাজা বিক্রমাদিত্তের রাজ্যে ভদ্রসেন নামে এক মহাজন ছিলেন ঐ মহাজন অনেক ধন রাখিয়া মৃত হইলে তৎ পুত্র পুরন্দর নামে সে সকল ধন অপব্যয় করিয়া নষ্ট করিতে লাগিল প্রতিবাসি লোকেরদের নিবারণ মানে না। পুরন্দরের পিতার মিত্র এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ এক দিবস পুরন্দরের নিকট আসিয়া কহিলেন হে মিত্র পুত্র যে ধন নানা যত্নে রক্ষা করিলেও স্থির হইয়া থাকেন না সে ধন অনায়াসে তুমি অযথার্থ ব্যয় করিতেছ। পুরুষের মহত্ত্ব ধন থাকিলেই হয় এই ধনকে শাস্ত্রে লক্ষ্মী করিয়া বলে বিষ্ণু লক্ষ্মীর স্বামী হইয়া তিন লোকের অধিপতি হইয়াছেন। এই লক্ষ্মী সমুদ্রহইতে উৎপন্না হইয়াছেন অতএব সমুদ্রের নাম রত্নকর এই লক্ষ্মীর গর্ভে কন্দর্প জন্মিয়াছেন এই প্রযুক্ত ব্রহ্মাদি দেবতার উপরেও কন্দর্প দর্প করেন। অতএব বিবেচনা করিয়া বুঝ পুরুষের মহত্ত্ব ও দর্প যে কিছু সকল লক্ষ্মীর প্রসাদে হয়। অতএব কহি এ রূপ যে ধন লক্ষ্মী তাহার অপব্যয় উপযুক্ত নয়। ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া পুরন্দর কহিল হে ব্রাহ্মণ শুন অবশ্য ভবিতব্য যত্ন ব্যতিরেকেও হয় নারিকেল ফলের জলের ন্যায় এবং অবশ্য গন্তব্য যে বস্তু সে যখন যায় কি রূপে যায় তাহা নিশ্চয় করিতে কেহ পারে না গজভুক্ত কপিত্থ

ফলের শস্যের ন্যায়। অতএব ধনকে যত্ন করিয়া রাখিলে কি হইবে। এই রূপ ব্রাহ্মণের কথা না মানিয়া দিনে২ অপব্যয় করিয়া কিছু কালের পরে পুরন্দর অত্যন্ত নির্দ্ধন হইল যখন যাহার নিকটে যায় কেহ আদর করে না। এই রূপ সর্ব্বত্র অমর্য্যাদা হওয়াতে পুরন্দর অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া মনে বিচার করিলেন ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর বাস যে বনে তাদৃশ বনে বাস বৃক্ষ মূল গৃহ পত্র ফল আহার বৃক্ষের বল্কল পরিধান তৃণ শয্যা এ সকল ধন হীন লোকের বরং ভাল তথাপি ধন গর্ব্বিত বন্ধুরদের নিকটে বাস কখন ভাল নয়। এই রূপ নানা প্রকার মনের মধ্যে চিন্তা করিয়া পুরন্দর দেশান্তর প্রস্থান করিলেন। নানা দেশ ভ্রমণ করিতেই মলয় পর্ব্বতের নিকটে পীতপুর নামে পুরীতে উপস্থিত হইলেন। সেই পুরীতে রাত্রি তে এক স্ত্রীর করুণাস্বরে রোদন শুনিলেন। অনন্তর প্রাতঃকাল হইলে তৎপুরীস্থ লোকের দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন কল্য রাত্রিতে তোমারদের নগরেতে কোন স্ত্রীলোক রোদন করিতে ছিল। গ্রামস্থ লোকেরা কহিল আমরাও এই রূপ প্রত্যহ রাত্রিকালে এক স্ত্রীলো কের রোদন শুনি কিন্তু সে কোন স্ত্রীলোক রোদন করে ইহা জানি না আমরা সকলে এই রোদন শুনিয়া অনিষ্ট শঙ্কা প্রযুক্ত সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকি। অনন্তর পুরন্দর কিছু দিনের পর স্বদেশে আসিয়া রাজা বিক্রমাদিত্যকে ঐ সকল বৃত্তান্ত কহিলেন। রাজা শুনিয়া কৌতুকাবিষ্ট

চিত্ত হইয়া ঐ স্ত্রীলোকের রোদনের বিশেষ জানিবার কারণ যোগ পাদুকারোহণ করিয়া পুরন্দরকে সঙ্গে লইয়া পাত্রপুরে আইলেন। তৎপরে তথা আসিয়া অনুসন্ধান করিতে২ ঐ নগরের কিঞ্চিৎ দূরে এক নিবিড় বন ছিল সেই বনেতে ঐ স্ত্রীলোকের রোদনের অনুসন্ধান পাইলেন। অনন্তর যে সময় ঐ স্ত্রীলোক রোদন করিল তৎকালে ঐ বনের মধ্যে খড়্গহস্ত হইয়া স্ত্রীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। তথা গিয়া দেখিলেন যে এক অত্যন্ত ভয়ঙ্করমূর্ত্তি রাক্ষস দয়া রহিত হইয়া এক অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে করাঘাতে তাড়ন করিতেছে। রাজা বিক্রমাদিত্য ইহা দেখিয়া অতিশয় করুণাযুক্ত হইয়া রাক্ষসকে ভর্ত্সনা করিয়া কহিলেন রেরে দুষ্ট রাক্ষস অবলা স্ত্রী লোককে তাড়ন করিয়া কি তোর পুরুষার্থ হইতেছে যদি তোর সামর্থ্য থাকে আয় আমার সহিত যুদ্ধ কর। রাজার এই স্পর্দ্ধা বাক্য শুনিয়া রাক্ষস অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্টচিত্ত হইয়া রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল রাজা কিঞ্চিৎ কাল রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিয়া খড়্গে রাক্ষসের মস্তক ছেদন করিয়া নষ্ট করিলেন। অনন্তর ঐ স্ত্রী মৃত ব্যক্তি প্রাণ পাইলে যেমত সন্তুষ্ট হয় তদ্বৎ সন্তুষ্টা হইয়া রাজার সাক্ষাৎ আসিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া রাজাকে স্তব করিলেন হে মহারাজাধিরাজ সাত্ত্বিকস্বভাব গরুড় সর্পকে নষ্ট করিয়া সর্পমুখপতিত ভেকীর প্রাণদান যেমত দেন তদ্বৎ আপনি রাক্ষসকে নষ্ট

করিয়া আমার প্রাণ দান দিলেন। আমি ইহার প্রত্যুপকার তোমার কি করিব আমি নিঃসন্তান যদি সন্তান থাকিত তবে ভৃত্যে করিয়া দিতাম। এই রূপ বিনয় বাক্য বলিয়া রাজার পদতলে পড়িলেন। অনন্তর উঠিয়া রাজাকে কহিলেন আজি অবধি আপনি আমাকে আত্মদাসীর ন্যায় জানুন নব শত স্বর্ণ কলস পূরিত সুবর্ণ আমার আছে সে সকল ধন আপনি আপনার জানুন। রাজা এই রূপ স্ত্রীর বিনয় বাক্য শুনিয়া তাহার বাক্য স্বীকার করিয়া ও স্ত্রীর যত ধন সে সকল ধন এবং ঐ স্ত্রীকে ও পুরন্দরকে দিয়া ঐ স্থানে পুরন্দরকে স্থাপিত করিয়া যোগপাদুকা আরোহণ করিয়া স্বস্থানে আইলেন। এই কথা একাদশী পুত্তলিকা ভোজরাজকে শুনাইয়া কহিলেন হে ভোজ রাজ রাজা বিক্রমাদিত্যের পুরুষার্থ শুনিলা যদি তোমাতে এতাদৃশ পুরুষার্থ থাকে আস সিংহাসনে বস। ভোজরাজ এই বাক্য শুনিয়া তদ্দিবসে ক্ষান্ত হইলেন। ইতি একাদশী কথা সমাপ্তা॥

দ্বাদশী পুত্তলিকার কথা॥

অপর দিবস শ্রীভোজরাজ সিংহাসনে বসিবার কারণ সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হবামাত্রে দ্বাদশী পুত্তলিকা রাজাকে কহিলেন হে ভোজরাজ এই সিং

হাসনে বসিবার উপযুক্ত সেই যে রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য উদার হয়। ভোজরাজ কহিলেন রাজা বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য কীদৃক। পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ শুন এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজ্যাবলোকন কারণ যোগপাদুকারোহণ করিয়া নানা দেশে ভ্রমণ করিতে২ এক স্থানে দেখিলেন নদীতীরে দেবালয় সমীপে পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্র বিচার করিতেছেন। বিক্রমাদিত্য শাস্ত্র বিচার শ্রবণের নিমিত্ত তাহারদের নিকটে গেলেন সে স্থানে গিয়া শুনিলেন পণ্ডিতেরা প্রৌঢ়বাদে আপন পক্ষ স্থাপন কারণ শাস্ত্রযুক্তি অনুভব বিরুদ্ধ কুবিচার করিতেছেন। ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন হে পণ্ডিতেরা শুন শাস্ত্রের যথার্থ নিরূপণ পণ্ডিতের কর্ম্ম যথার্থাপলাপ করিয়া স্বপক্ষ স্থাপন করা পাণ্ডিত্য নয় যে পণ্ডিত হইয়া স্বপক্ষ স্থাপন নিমিত্ত দুরাগ্রহ করিয়া শাস্ত্রের প্রকৃতার্থ লোপ করে সে আপনি নষ্ট হয় এবং আত্মশিষ্যবর্গকেও নষ্ট করে। পণ্ডিতেরা রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আপন২ মনে বুঝিলেন শাস্ত্রের যথার্থ অযথার্থ পণ্ডিত বুঝিতে পারেন আমরা যে শাস্ত্রের অযথার্থ কহিয়াছি তাহা ইনি বুঝিয়াছেন অতএব বুঝি ইনি উত্তম পণ্ডিত হইবেন। এই রূপ বাক্য পরস্পর কহিয়া সকলে লজ্জিত হইয়া বিচারহইতে নিবৃত্ত হইলেন। ইত্যবসরে ঐ নদীরতীরে এক উত্তম রূপবান্ পুরুষ আসিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়া তথাতে যে২ লোক ছিলেন সকলকে কহিলেন তোমরা শীঘ্র

আইস দেখ আমার কি হইল। এ বাক্য শুনিয়া তথা যে সকলে ছিলেন তাঁহারা কেহ নিকটে গেলেন না। ইহা দেখিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য করুণাবিষ্টচিত্ত হইয়া তাহার নিকটে গিয়া নিতান্ত আত্মীয় লোকের প্রায় ব্যবহার করিলেন ইহাতে ঐ পুরুষ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে কহিলেন হে সাত্ত্বিক তুমি আমার পরম বন্ধু বন্ধু সেই যে বিপত্তি কালে উপকার করে অতএব আমার স্থানে এক দিব্য দ্রব্য মূলিকা নামে আছে ইহা তোমাকে দি তুমি গ্রহণ কর এ দ্রব্যকে যখন যাহা মাগিবা তত্ক্ষণে তাহা পাইবা ইহা রাজাকে কহিয়া ঐ মূলিকা রাজাকে দিয়া সে পুরুষ প্রাণ ত্যাগ করিলেন। অনন্তর এক দরিদ্র ভিক্ষুক রাজার নিকটে আসিয়া ভিক্ষা করিল হে মহারাজ তুমি বড় দাতা আমার দরিদ্রতা যাহাতে না থাকে এমত ভিক্ষা দেহ। ভিক্ষুকের প্রার্থনা মাত্রে রাজা ঐ মূলিকা ভিক্ষুককে দিয়া যোগপাদুকারোহণ করিয়া স্বনগরী গমন করিলেন। এই কথা দ্বাদশী পুত্তলিকা ভোজরাজকে কহিলেন। হে ভোজরাজ তুমি যদি এ রূপ দয়ালু ও দাতা হও তবে এ সিংহাসনে বসিতে পার। ইহা শুনিয়া ভোজরাজ ক্ষান্ত হইলেন॥

ইতি দ্বাদশী পুত্তলিকার কথা সমাপ্তা॥

ত্রয়োদশী পুত্তলিকার কথা ॥

পুনর্ব্বার অপর দিবস ভোজরাজ অভিষেক কারণ সিংহাসন সমীপে উপস্থিত হইলেন। ইত্যবসরে ত্রয়োদশী পুত্তলিকা হাস্য করিয়া কহিলেন। হে ভোজরাজ এ সিংহাসনে সেই বসিবার যোগ্য যাঁহার রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য মহত্ত্ব হয়। ভোজরাজ এই কথা শুনিয়া কহিলেন হে পুত্তলিকা রাজা বিক্রমাদিত্যের কি রূপ মহত্ত্ব। পুত্তলিকা কহিলেন রাজা বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য সাবধানপূর্ব্বক শুন এক দিবস রাজা কৌতুক প্রযুক্ত যোগপাদুকারোহণ করিয়া নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া এক নগরের নিকটে বনে উপস্থিত হইলেন ঐ বনে এক প্রাসাদের মধ্যে এক সিদ্ধ পুরুষ আছেন রাজা বিক্রমাদিত্য সিদ্ধ পুরুষকে দেখিয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। সিদ্ধ পুরুষ কহিলেন হে রাজা বিক্রমাদিত্য কি নিমিত্তে আইলা রাজা কহিলেন হে যোগি আমি বিক্রমাদিত্য আপনি কি রূপে জানিলেন। সিদ্ধ পুরুষ কহিলেন পূর্ব্বে তোমাকে আমি অবন্তী নগরে রাজসিংহাসনে দেখিয়াছি তুমি রাজ্য ত্যাগ করিয়া দেশান্তর ভ্রমণ করিতেছ এ ভাল নহে স্বদেশে থাকিয়া সর্ব্বদা রাজ্য চিন্তা করিলে রাজলক্ষ্মী থাকেন অতএব অন্য দেশ ভ্রমণ রাজার উচিত নহে রাজা বিদেশস্থ হইলে শত্রুপক্ষেরা রাজ্য লইয়া ভোগ করিতে

চেষ্টা পায়৷ ইহা শুনিয়া বিক্রমাদিত্যে কহিলেন হে যোগি যে বিষয় অবশ্য হয় তাহার প্রতীকার নাই যদি তাহার প্রতীকার থাকিত তবে নল রাজা প্রভৃতি দুঃখ পাইতেন না অতএব সমস্ত অদৃষ্টায়ত্ত ইহাতে আমার কি চিন্তা অপর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত এক নিবেদন করি৷ পদ্মিনীষৎ নামে এক পুরী থাকে তাহার রাজার নাম জয়শেখর কিছু দিনের পর ঐ রাজার পাত্র মন্ত্রী জ্ঞাতি বন্ধুবর্গ ঐক্য হইয়া দেশহইতে রাজাকে পট্টরাজ্ঞীর সহিত দূর করিয়া দিলেন৷ রাজা পট্টরাজ্ঞীর সহিত পাদ চারে নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া এক নগরের মধ্যে বৃক্ষ তলে রাত্রিকালে শয়ন করিয়া থাকিলেন ঐ বৃক্ষেতে পঞ্চ জন যক্ষ থাকেন তাঁহারা পরস্পর কথোপকথন করিতেছেন৷ এক যক্ষ কহিলেন এই নগরের রাজা কল্য প্রাতঃকালে প্রাণ ত্যাগ করিবেন ইনি অপুত্রক এ নগরের রাজা কে হইবে৷ আর এক যক্ষ উত্তর করিলেন যে এই বৃক্ষের তলে যিনি শয়ন করিয়া আছেন তিনি রাজা হইবেন৷ রাজা বৃক্ষের তলে থাকিয়া এ সকল কথা শুনিলেন প্রাতঃকালে রাজা স্ত্রী সমভ্যাহারে নগরের মধ্যে বাসস্থান করিয়া থাকিলেন৷ সেই নগরের রাজা ঐ দিবস প্রাণ ত্যাগ করিলেন৷ মন্ত্রিবর্গেরা রাজ্য প্রতিপালন কারণ প্রধান হস্তিকে লইয়া রাজার উপযুক্ত পুরুষ অন্বেষণ করিতেছেন৷ ইত্যবসরে প্রধান হস্তী জয়শেখর রাজাকে আপন উপরে আরোহণ করাইয়া রাজসিংহাসনের নিকট আনিলেন অপর